আবারো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন রামাফোসা

সারে-জমিন

ঈদে ৩ দিন ছুটির দাবিতে মমতাকে চিঠি নওশাদের

রূপসী বাংলা

ইসরায়েলি চার জিম্মি মুক্ত করতেই আরেক গণহত্যা!

সম্পাদকীয়

'জীবন্ত ইতিহাসবিদ' গোলাম আহমদ মোর্তজা

রবি-আসর

এবার ভারত-কানাডা ম্যাচও পরিত্যক্ত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৬ জুন, ২০২৪
৩ আষাঢ় ১৪৩১
৯ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 163 ■ Daily APONZONE ■ 16 June 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

হজ পর্বের খুতবায় ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য বিশেষ প্রার্থনা

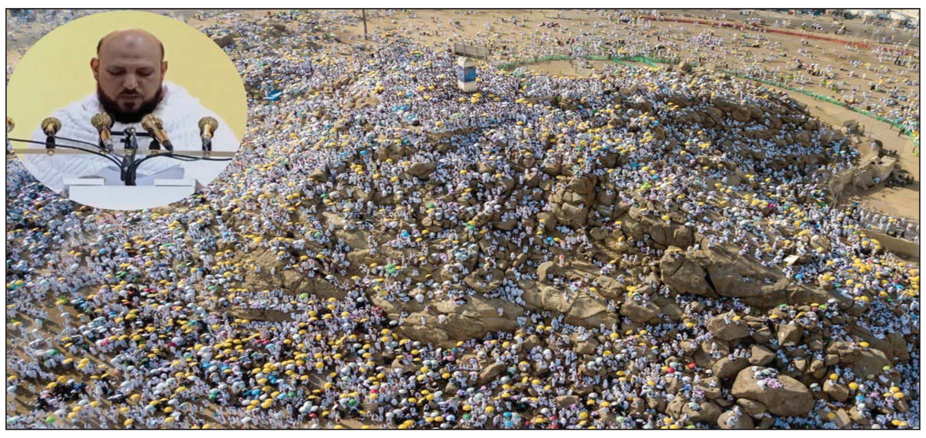

আপনজন ডেস্ক: লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল-হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলক, লা শারীকা লাক'- অর্থাৎ উপস্থিত 'হে আমার আল্লাহ, উপস্থিত। উপস্থিত, তোমার কোনো অংশীদার নেই, উপস্থিত। নিশ্চয় সকল প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব তোমার, তোমার কোনো অংশীদার নেই'- এই তালবিয়াহ উচ্চারণ ও মহান আল্লাহ তা'আলার এককত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণার মাধ্যমে আরাফাতের ময়দানকে প্রকম্পিত করে সুষ্ঠু ও নিরাপদে হজ পালন করলেন বিশ্বের প্রায় ২০০ দেশ থেকে সমবেত ভাগ্যবানরা। আগের রাত থেকে মোয়াল্লেমদের তত্ত্বাবধানে আরাফাতের ময়দানে আগমন শুরু হলেও গতকাল সূর্যোদয়ের পরও অনেকে আসেন। মসজিদের নামিরা ও জাবালে রহমতকে ঘিরে থাকা ২ কিলোমিটার দৈর্ঘ ও ২ কিলোমিটার প্রস্থের আরাফাত ময়দানে হজযাত্রীদের পদভারে এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা হয়। এক আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা ও তার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে এদিন হাজী সাহেবরা তার কাছেই নিজেদের সমর্পণ করে দেন।পরিশেষে মক্কায় ফিরে বিদায়ের দিন বিদায়ী তাওয়াফের পূর্ব পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রতি ওয়াক্তের নামাজ ও যত বেশি সম্ভব তাওয়াফে সময় কাটাবেন হাজী সাহেবরা।

মসজিদে নামিরায় হজের খুৎবা দেন মসজিদুল হারামের য় ইমাম ও খতীব শায়খ মাহের বিন হামাদ আল-মুআইকিলী। খুতবায় তিনি বিশেষভাবে ফিলিস্তিনিদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য দোয়াও করেছেন।

ভারতীয় সময় পৌনে৩টার দিকে হজের খুতবা শুরু হয়। আরবিতে দেওয়া হজের মূল খুতবার সঙ্গে বাংলাসহ বিশ্বের ৫০টি ভাষায় এর অনুবাদ সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

খুতবায় তিনি বলেন, হে মানুষ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা:-এর আনুগত্য করো। কোরআনে বলা হয়েছে যে- ফেতনা-ফাসাদ থেকে দূরে থাকো। আর যে অন্যায় করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন।

তিনি বলেন, ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং বিধান শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে সে এমন জায়গা থেকে রিজিক পাবে যেখান থেকে সে কল্পনাও করতে পারবে না। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর মালিক। তিনি আমাদের জন্য রহমত হিসেবে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যার প্রতিটি আয়াত প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। এই কোরআন মানুষকে সরল পথ দেখায়।

খুতবায় তিনি বলেন, তাকওয়া মানুষকে সফলতা ও মুক্তি দেয়, তাকওয়া অবলম্বনকারীরা কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে। সে তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেবেন যেখান থেকে সে কল্পনাও করতে পারবে না। যে তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে তাকে প্রতিদান দেবেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা হজরত মোহাম্মদ সা:-কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যারা নবীজি সা:-কে সম্মান করবে, ঈমান আনবে এবং আল্লাহ হেদায়েত স্বরূপ যে কোরআন নাজিল করেছেন তার বিধান মেনে চলবে তারাই সফল।

হজের খুতবায় তিনি ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য রহমত কামনা করে দোয়া করেন। খুতবায় ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে তুলে ধরে তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের মুসলমানেরা যুদ্ধের কবলে। তারা বিপর্যস্ত। তাদের খাওয়ার পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, খাবার নেই, পৃথিবীর সবধরনের আরাম ও সুখ থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের জন্য দোয়া করুন। বিশ্ব মুসলিমের কাছে এটা তাদের পাওনা।

তিনি বলেন, যারা ফিলিস্তিনিদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন, সহযোগিতার চেষ্টা, অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সহযোগিতা করছেন, করছেন তারাও দোয়ার হকদার। এছাড়াও যারা হজযাত্রীদের সেবা করছেন তারাও দোয়ার হকদার।

প্রথম নজর

ফ্রিজে গোমাংস মেলায় সরকারি জমিতে থাকা ১১ বাড়ি ভাঙল পুলিশ

মধ্যপ্রদেশ

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত মন্ডলায় বেআইনি গোমাংস ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারি জমিতে ১১ জনের তৈরি বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, নয়নপুরের ভৈনওয়াহি এলাকায় প্রচুর গরুকে জবাইয়ের জন্য বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে খবর পাওয়ার পর এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মান্ডলার পুলিশ সুপার রজত সাকলেচা পিটিআইকে জানিয়েছেন। সেখানে গিয়ে অভিযুক্তদের বাড়ির উঠানে ১৫০টি গরু বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। ১১ জন অভিযুক্তের বাড়ির ফ্রিজ থেকে গরুর মাংস উদ্ধার করা হয়েছিল। আমরা পশুর চর্বি, গবাদি পশুর চামড়া এবং হাড়ও পেয়েছি, যা একটি ঘরে স্টাফ করা হয়েছিল। স্থানীয় সরকারের পশু চিকিৎসক জব্দকৃত মাংস গরুর মাংস বলে নিশ্চিত হয়েছেন। আমরা প্রাথমিকভাবে ডিএনএ বিশ্লেষণের জন্য নমুনাগুলিও হায়দরাবাদে প্রেরণ করেছি। সরকারি জমিতে থাকায় ১১ জন অভিযুক্তের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, গরু ও গরুর মাংস উদ্ধারের পর শুক্রবার রাতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকি ১০ জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তিনি বলেন, '১৫০টি গরুকে গবাদি পশু আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই গরু পাচারের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছিল ভৈনসওয়াহি এলাকা। মধ্যপ্রদেশে গরু জবাই করলে সাত বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জনের অপরাধমূলক ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বাকিদের অতীত সম্পর্কে জানার প্রক্রিয়া চলছে।

কৃষক বিরোধী নীতির জন্যই যোগী রাজ্যে কৃষকদের আত্মহত্যা বেশি: অখিলেশ যাদব

আপনজন ডেস্ক: শনিবার সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকারের আমলে কৃষক, যুবক ও অন্যান্য মানুষ মহাজনদের দ্বারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

সমাজবাদী পার্টির সদর দফতর থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে তেজস্বী যাদব বলেছেন, বিজেপি সরকারের ভুল নীতির কারণে কৃষক ও যুবকরা ভুগছেন। কৃষকরা তাদের ফসলের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। চাষের খরচ বাড়ছে, যার কারণে কৃষকরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এসপি প্রধানের অভিযোগ, মহাজনদের হয়রানির কারণে ইটাওয়ার এক তরুণ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকারের ১০ বছরে মুদ্রাস্ফীতি ও ঋণের দায়ে এক লক্ষেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।

তিনি ইটাওয়া জেলার চৌভিয়া থানা এলাকার এক কৃষকের কথা উল্লেখ করছিলেন, যিনি ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় হয়রানির শিকার হয়ে ক্ষেতের একটি গাছে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিলেন।

চৌভিয়া থানার ইনচার্জ ইন্সপেক্টর মনসুর আহমেদ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে থানা এলাকার একটি গ্রামে নিজের ক্ষেতের গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন বিকাশ জাতভ (৩০)।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকারের আমলে মহাজনদের দ্বারা কৃষক, যুবক ও অন্যান্য মানুষ বিরক্ত হচ্ছেন। মহাজনদের দ্বারা সৃষ্ট ঝামেলার কারণে মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে।

তিনি বলেন, বিজেপি সরকারের নীতিগুলি গরিব বিরোধী এবং কৃষক বিরোধী, এবং পুঁজিপতিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

প্রথম নজর

ডিবিসির সেচ ক্যানেলে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দুদিন আগে জয়পুরে বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যুর পর এবার ইন্দাস ব্লকের সোমসারে ডিবিসির সেচ ক্যানেলে কাজের সময় বিদ্যুৎপষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় মৃত শ্রমিকের নাম নজরুল মল্লিক। বয়স আনুমানিক ৪৮ বছর। বাড়ি পাত্রসায়ের থানার রানিসায়ের গ্রামে। জানা যায় প্রতিদিনের মতো এদিনও অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে নজরুল মল্লিক ইন্দাস ব্লকের সোমসারে গ্রামে ডিভিসি সেচ ক্যানেলে ঢালাইয়ের কাজে গিয়েছিল। রডের কাজ করছিল নজরুল বাবু। কর্মস্থলের ওপরেই রয়েছে ১১ হাজার ভোল্টের হাইটেনশন তার। হঠাৎ করেই অসতর্কবশত নজরুল বাবুর হাতে থাকা একটি লোহার রড ১১০০০ ভোল্টের হাই টেনশন তারের সংস্পর্শে এসে যায়। ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়ে নজরুল মল্লিক। তড়িঘড়ি অন্যান্য শ্রমিক ও মিস্ত্রীরা তাকে নিয়ে যায় ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ আনা হয় ইন্দাস থানায়। সেখানেই জড়ো হয় নজরুল মল্লিকের গ্রামের মানুষজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। সাময়িক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

করণদিঘীতে ছাত্র মৃত্যু ঘিরে রহস্য

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের করনদিঘীর মাছোল গ্রামে একটি মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হলো এলাকাবাসী। ১৮ বছরের মেধাবী ছাত্র রতন দাস, যার সপ্ন ছিল পড়াশুনা করে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করা, হঠাৎ করেই অন্ধকারে ঢেকে গেল তার জীবন। শনিবার সকালে পরিবারের সবার সাথে স্বাভাবিক সময় কাটানোর পর, শোবার ঘরে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া যায়। কী এমন ঘটলো, যে এক প্রাণবন্ত যুবক এমন চরম পদক্ষেপ নিল, তা আজও রহস্যের আড়ালে। পরিবার, বন্ধু, সহপাঠী এবং গোটা গ্রাম আজ শোকস্তব্ধ। ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে পুলিশের তদন্ত চলছে, কিন্তু ততদিন পর্যন্ত প্রশ্ন থেকে যায়–কেন এমন হল?

ঈদে ৩ দিন ছুটির দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি নওশাদের

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● কলকাতা

আপনজন: ঈদুল আযহা উপলক্ষে ৩ দিনের ছুটি ঘোষণার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। ১৩ জুন ২০২৪ শুক্রবার তিনি এই চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের ঠিকানায়। চিঠিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী লেখেন, "দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকসহ ছাত্রছাত্রী রা এই সময় বাড়ি ফেরেন। বলাবাহুল্য হাতে কয়েকদিন ছুটি না থাকলে আনন্দের সঙ্গে পরিবারের মাঝে ভালোভাবে এই উৎসব উদযাপন করা যায় না। সুতরাং আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি ঈদুল আযহা উপলক্ষে ৩ দিনের ছুটি ঘোষণা করুন। আশা করি আপনি আমার এই অনুরোধ বিবেচনা করে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন।" চিঠির অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা হল। উল্লেখ্য, ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব ঈদুল আযহা। যা পালিত হবে আগামীকাল ১৬ জুন ২০২৪ সোমবার। সারা পৃথিবীতে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায় হল মুসলিম সম্প্রদায়। ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গেও মুসলিম ধর্মাবলম্বী রা দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও মুসলমানরা "ঈদুল ফিতর" ও "ঈদুল আযহা" উপলক্ষে ৩ দিনের ছুটির জোরালো দাবি জানিয়ে আসছেন।

বিভিন্ন দাবিতে মিছিল, ডেপুটেশন বামেদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল বামেরা। শনিবার প্রায় তিন দফা দাবিতে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান এর কাছে ডেপুটেশন দেয় বামেরা। এদিন দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে বামফ্রন্ট। মিছিলটি গোটা শহর পরিক্রমা করে বালুঘাট পৌরসভার সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানেই বিক্ষোভ দেখায় বামফ্রন্টের কর্মী ও সমর্থকরা এবং পরবর্তীতে তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল লিখিত আকারে ডেপুটেশন জমা দেন। জানা গিয়েছে, মূলত বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা পরিশ্রুত পানীয় জলের গুণগতমান দ্রুত উন্নতি করা, বালুরঘাট শহরে আবর্জনা অপসারণ এর বর্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটানো, এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ডেঙ্গু প্রতিরোধে আগাম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে এদিন ডেপুটেশন জমা দেন বামেরা।

এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত বামফ্রন্ট নেতৃত্বের তরফে এক ব্যক্তি জানান, 'কিছুটা কাকতালীয় মনে হলেও এ কথা সত্য গত ৪ তারিখে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে তৃণমূল এখানে হেরে যাবার পর থেকেই পৌরসভা তরফ থেকে বাড়ি বাড়ির সরবরাহ করার জল ঘোলা বেরোচ্ছে। নির্বাচনে হেরে গিয়ে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি করছে তৃণমূল।

পাশাপাশি শহরে আবর্জনা অপসারণ এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে আগাম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে আজ আমরা ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি।'

এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'আত্রেয়ী নদীতে জলের স্তর বেড়ে গিয়েছে। ফলে জলে ক্লোরিনের মাত্রা কিছুটা বেড়াতে হয়েছে। পাশাপাশি ফিটকিরি দেয়া হচ্ছে। জল পরিশুদ্ধ করবার জন্য কেমিক্যাল গুলি ব্যবহারের ফলে জলের রং কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার তরফে যে জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়া হচ্ছে তা আগের মতই পরিশুদ্ধ রয়েছে। এতে কোন ক্ষতি হবে না।'

ট্রান্সফরমারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: যেভাবে ভ্যাপসা গরম পড়ছে তাতে করে নাজে হাল হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ, আর এই গরমে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকে না বিদ্যুৎ। দিনের পর দিন এই সমস্যায় ভুগছেন ধনিরামপুর এলাকার সাধারণ মানুষ। একাধিক বার বিদ্যুৎ অফিসে জানলেও কোনো কাজ না হওয়ার ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সাগরপাড়ার ধনিরামপুরের বাজারের ব্যবসায়ীরা। ঘটনার পর ধনিরামপুর বাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার ধনিরামপুর বাজার এলাকায়। বেলা সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত প্রায় আধঘন্টা ধরে চলে অবরোধ। ফলে সাগরপাড়া শেখপাড়া রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সার সার দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় যাত্রীবাহী যানবাহন। ভোগান্তির মধ্যে পড়ে সাধারণ মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ পৌঁছে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।যদিও বিক্ষোভ কারি সাহাবুল ইসলাম বলেন যদি আজকের মধ্য নতুন ট্রান্সফরমার না বসলে আবারও আন্দলে নামবো বলে হুঁশিয়ারি দেন।

ইমাম পুত্র খুনে গ্রেফতার দুই, সুবিচার চেয়ে এসপিকে ডেপুটেশন জমিয়তের

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের কাজীপাড়ায় ইমাম গোলাম নবীর পুত্র পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ১১ বছরের বয়সি ছেলে ফারদিন নবির নৃশংস খুনের ঘটনায় দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করল বারাসত থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা হল খুশি এবং খাদিজা। বারাসাত থানার পুলিশের পক্ষ থেকে শনিবার ধৃতদের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বারাসাত আদালতে পেশ করা হলে বারাসত আদালতের বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বারাসত কাজীপাড়ায় কিশোর ফারদিন নবী খুনের ঘটনায় রহস্য ক্রমশ ধূমায়িত হচ্ছে। কাজীপাড়ার ৯ জুন থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার তার ঝুলন্ত দেহ মেলে একটির বাড়ির বাথরুম থেকে। ফারদিনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ যখন নিয়ে যায় তখন তার পেটে কাটার দাগ ও চোখ উপড়ানো চোখে পড়ে বলে দাবি তার পরিবারের। সেই ঘটনাকে ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে বারাসতের কাজিপাড়া। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। সেদিনেই সন্দেহভাজন প্রতিবেশী দুই মহিলা খুশি এবং খাদিজাজকে আটক করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে পুলিশি জেরায় অসঙ্গতি মেলায় ওই দুই মহিলার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করে পুলিশ। শুক্রবার বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খাড়িয়া ফারদিনের ময়না তদন্তের পর জানান, ফারদিনকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।' তারপরই প্রতিবেশী দুই মহিলার গ্রেফতার যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে বলে মনে করছেন অনেকেই। প্রথম থেকেই পরিবারের অভিযোগ ছিল বাথরুম থেকে উদ্ধার হওয়া ফারদিনের মৃতদেহ পুলিশ যখন নিয়ে যায় তখন তার পেটে কাটার দাগ ও চোখ উপড়ানো ছিল। ফলে এর সঙ্গে কিডনি ও চক্ষু পাচার চক্রেরা হাত রয়েছে বলে সন্দেহ পরিবারের। যদিও পুলিশ সুপার এই খুনের পিছনে কিডনি চক্রের ভুমিকা থাকার কথা অস্বীকার করেন। এসপির দাবি, ময়নাতদন্ত সঠিকভাবেই হয়েছে। তবে গ্রেফতার হওয়া দুই মহিলাকে জেরা করে ফারদিন খুনের মোডাস অফ অপারেন্ড সম্পর্কে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তাছাড়া এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা পুলিশি তদন্তে স্পষ্ট হবে। শুক্রবার বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খাড়িয়া বলেন তদন্তের জন্য ফরেন্সিক দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। সেই মতো শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ফরেনসিক দলের প্রতিনিধিরা। কিছু নমুনাও সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। কথা বলেছেন পুলিশ এবং স্থানীয়দের সঙ্গেও। পুলিশ সুপার বলেন, খুনের চারটি মোটিভ নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে, দু'তিন দিনের মধ্যে খুনের কারণ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই ফারদিন খুনের ঘটনার সিআইড তদন্ত দাবি করেছেন মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি। পাশাপাশি খুনিদেরকে দ্রুত চিহ্নিতকরণ ও গ্রেফতার এবং ভারতীয় আইন মোতাবেক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি নিয়ে শনিবার ফের ডিএম এবং এসপিকে ডেপুটেশন দিল উত্তর ২৪ পরগনা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক কাজী আরিফ রেজার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ৮টি দাবি সম্মিলিত ওই স্মারকলিপি প্রদান করে। আরিফ রেজা জানান, ফারদিন নবীর খুনের মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে, এলাকা এখনো সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়নি, এলাকার মানুষ তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রকৃত খুনিদের চিহ্নিত করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা দরকার। একই সুরে সুর মিলিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইউনাইটেড সোশ্যাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান রিয়াজুল ইসলাম রাজু সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঈদে শান্তি রক্ষার ডাক সিদ্দিকুল্লাহর বৈঠকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ঈদুল আযহার পবিত্র পর্ব ভিন্ন ধর্মের মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বার্থ, সম্পদ ও আত্মত্যাগের মহিমাই কুরবানি। এই বাণীকে পাথেয় করে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী তথা রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি শনিবার এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন রাজভবনে। ওই আলোচনা সভায়, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি বলেন, ঈদুল আযহা শুধুমাত্র ঔপচারিক পশু কুরবানি নয়; বরং ত্যাগ ও উৎসর্গের অঙ্গীকারের নাম। ঈদুল আযহা শেখায় যে, অন্যের জন্য ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। পশু কুরবানির মাধ্যমে নিজের অন্তরের পশুত্বকে জবেহ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ত্যাগ স্বীকার করাই ঈদুল আযহার শাশ্বত শিক্ষা। সিদ্দিকুল্লাহ আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা সম্যকভাবে অবগত আছেন। ঈদুল আযহার পবিত্র নির্দেশাবলী পালন করার ক্ষেত্রে আমরা যাতে বুঝে ও সতর্ক হয়ে ঈদুল আযহার নামায পড়তে ও কুরবানি দিতে পারি সেবিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। রাস্তার মাঝখানে কুরবানি দিলে বা যত্রতত্র রক্ত-হাড়-গোশত পড়ে থাকলে তা অন্যের কষ্টের কারণ হতে পারে। সেটা মাথায় রেখে ঘেরাটোপের মধ্যে জবেহ করা যেতে পারে। আমাদের এই ত্যাগের মহোৎসবে কারও অনুভূতিতে যাতে আঘাত না লাগে, কারও নিকট যাতে ভুল বার্তা না যায়, কোনোরূপ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি যাতে না সৃষ্টি হয় সেবিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। প্রশাসনের সঙ্গে কোনোরকম বিতর্ক-বচসায় জড়ানোর হাত থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। এদিনের আলোচনা সভায় অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, রাজ্য জামায়াতে ইসলামি হিন্দের মাসুম সাহেব, সাবা ইসমাইল, মুহাম্মদ মুক্তার প্রমুখ।

মহেশতলার আবাসনে সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ

আসিফা লস্কর ● মহেশতলা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গোপাল নগর সরকার পাড়ার স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন সকাল আনুমানিক সাতটা নাগাদ আচমকাই বিস্ফোরণের কেঁপে ওঠে এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশেপাশের বাড়ির কাঁচের জানালা পর্যন্ত ভেঙে যায়। আতঙ্কিত প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘটনাস্থলে আসলে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে। আর তাতেই বাড়ির ইট ও গ্রিলের একাংশ ছিটকে পড়ে অন্ততপক্ষে পাঁচ জন আহত হয়। আহতদের স্থানীয় বেসরকারি নার্সিংহোম এবং বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুত্র মারফৎ জানা গিয়েছে এদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। তাদের শরীর প্রায় অনেকাংশই ঝলসে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে স্থানীয় তৃণমূল পৌরপিতা সহ দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এবং সিইএসসির লোকেরা রয়েছে। সাময়িকভাবে এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

তারাতলায় জমি দখল করতে মরিয়া দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা ৮০ নং ওয়ার্ডের ৫২,তারাতলা মেন রোডের ৪ বিঘা ৫কাটা জমিটি দখলের কবলে।এই অভিযোগ করেছেন শেখ নেসার উদ্দিন বর্তমান জমির অংশিদার । তিনি বলেন দলিল নং ৪৬ যা রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল ১৯১৩ সালে এডিশনাল রেজিস্ট্রি হয়েছিল শেখ মাইজুদ্দিন মন্ডল অর্থাৎ এম এস আব্দুল রহিম এন্ড কোম্পানির নামে । তৎকালীন জমির মালিকের প্রপৌত্র হলেন নেসারুদ্দিন এই বিষয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বহু সরকারি অফিস ও পুলিশ কে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও ডিসি সহ অসংখ্য সরকারি উচ্চ আধিকারিকদের বিষয়টি জানিয়েছে। একাধিকবার লোকাল থানা তারাতলায় জানানো হয়েছে।গার্ডেন রীচ থানায় ৬৩০/১৯ ও ৩৯০৫/১৯ ডাইরি করা হয়েছে।প্রথমে থানাগুলো অস্বীকার করে বিষয়টি তাদের অধীনে নয় বলে জানায়।মোট কথা সাহায্যের আবেদনে কোন থানায় কর্নপাত করেনি।জমিতে গাছ কেটে দুষ্কৃতীরা সবুজ ধংস করছে বলেও খবর রয়েছে।

জমিতে বড়ো বড়ো ট্রাক ঢুকছে বলেও দাবি করেছেন মালিকপক্ষ। তাদের অভিযোগ, এক ধরনের জমি মাফিয়ারা উক্ত জমিকে কব্জা করতে চাইছে । নেসারউদ্দিন জানিয়েছেন তাকেপ্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে ফলে গোটা পরিবার আজ ভীত সন্ত্রস্ত। বিষয়টি মাননীয়া মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দৃস্টি আকর্ষন করে করুন আবেদন জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছেন।

কুরবানির তাৎপর্য তুলে ধরে নাবাবিয়া মিশনে ছাত্র বৃত্তি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার খানাকুল থানার সেরা মিশনারি শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাবাবিয়া মিশন ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটির পূর্বে কুরবানির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে দোয়ার মাহফিল হয়। উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের টাইটেল মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দেস আলহাজ্ব মাওলানা আমজাদ হোসেন বোখারী, পীরজাদা তামিম উদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা সাউবান সিদ্দিকী, সমাজসেবী জাহাঙ্গীর, ফিরোজ, কামরুজ্জামান, করিম খান, শফিক প্রমুখ। মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবর বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান আমরা প্রতিবছর করে থাকি এক এক অনুষ্ঠান এক এক বিষয় বস্তুর উপর এবারে কুরবানির উপকারিতা তাৎপর্য সমস্ত বিষয়ের উপরে ছাত্রছাত্রীরা বক্তব্য আলোকপাত করেন সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রী অনুষ্ঠান থেকে ঘিরে সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি হয়। সেই সঙ্গে ঈদ মানে যে মান্তি সে বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়। শাহিদ আকবর বলেন, কুরবানি পালন করতে গিয়ে অন্য ধর্মালম্বীদের যাতে কোনও ধরনের মনে আঘাত না লাগে সে দিনে নজর রাখা জরুরি। কারণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার করার ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সুন্দরবনে মধু সংগ্রহে গিয়ে বাঘের কবলে, নিহত মউল

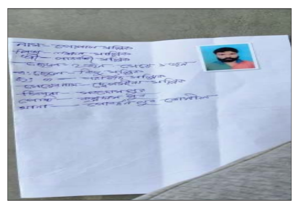

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: এই মুহূর্তে সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু বন বিভাগ থেকে বৈধ পাস নিয়ে মধু সংগ্রহের জন্য মউলের দল সুন্দরবনের জঙ্গলে। বৈধ পাস নিয়ে মধু সংগ্রহ করতে যায় এই সমস্ত মউলেরা ,ভাঙতে যাওয়াই কাল হল সঙ্গী সাথীদের সামনে থেকে পাথর প্রতিমার জি প্লটের যুবককে তুলে নিয়ে গেল বাঘ। যুবকের খোঁজের শুরু হলো তল্লাশি। ইতিমধ্যেই সরকারের নিয়ম মেনে বিভিন্ন এলাকার মানুষজন জঙ্গলে মধু ভাঙতে গিয়েছে।

সেই রকম গত তিনদিন আগেই সাতজন সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে করে নিয়ে পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের সত্য দাসপুর এলাকার বছর তিরিসেকের গোপাল মল্লিক নৌকা নিয়ে জঙ্গলে মধু ভাঙতে যায়, হঠাৎ মধু ভেঙে সকালে নৌকায় বসে যখন খাবার পরিবেশন করছিল, তখন দক্ষিণা রায় তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে টানতে টানতে তাকে তাকে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। সঙ্গী সাথীরা বহু চেষ্টা করেও বাঘের মুখ থেকে ওই যুবককে এখনো উদ্ধার করতে পারেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানায় এবং বনদপ্তর কে লিখিত অভিযোগ করেছে তারা । উল্লেখ্য বাড়িতে ওই যুবকের স্ত্রীও তিন সন্তান বর্তমান সংসারের একমাত্র রোজগেরে বাঘের আক্রমণে নিহত হয় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ইসলামিক অনুষ্ঠান হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া তালতলা পাড়া জুম্মা মসজিদ কমিটির উদ্যোগে ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শনিবার বেলা আনুমানিক এগারোটা নাগাদ ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। গজল, তারানা, কোরআন তেলাওয়াত সহ একাধিক বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা করা হয়। পাশাপাশি সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়। হরিহরপাড়া তালতলা পাড়া জুম্মা মসজিদের ইমাম আব্দুর রহমান তিনি জানান ইসলামের প্রাথমিক ভিত হচ্ছে শিক্ষা তাই শিক্ষা টাকে আরও মজবুতের দিকে এগিয়ে নিতে চাই। এদিনের অনুষ্ঠান শেষে সবার জন্য দোয়া করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুফতি জারজিস হোসেন, মুফতি ইসরাইল আলী মন্ডল,মুফতি জাহিদুল ইসলাম, শিক্ষক জিকরাউল সাহেব,শিক্ষক আইনুল শেখ,ডাক্তার নজরুল ইসলাম,বজলুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের বৈঠক

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসায় যাতে দ্রুত নিয়োগ হয় তা নিয়ে এক বৈঠকের আয়োজন করে তৃণমূলের মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই বৈঠকে সংগঠনের সভাপতি এ কে এম ফারহাদ সহ এই মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম নজর

আড়াই লাখ মানুষকে ফিরিয়ে দিল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: অবৈধ হজযাত্রী মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির ভিজিট ভিসা নিয়ে হজ পালনের চেষ্টা করা আড়াই লাখের বেশি মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল তালাল আল শালহুবের একজন মুখপাত্র বলেন, চলতি বছর ভিজিট ভিসা নিয়ে অবৈধভাবে হজের চেষ্টা করা ২ লাখ ৫৬ হাজার ৪৮১ জনকে ফিরিয়ে দিয়েছে সৌদি।
এদিকে হজ মৌসুম শুরুর আগে থেকেই সৌদি কর্তৃপক্ষ বারবার বলে আসছিল, ভিজিট ভিসা নিয়ে কেউ হজ পালন করতে পারবেন না।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখপাত্র আরো জানান, গত ২৯ এপ্রিল থেকে ১৬০টি ভুয়া হজ প্রচারাভিযান ধরা পড়েছে এবং ১ লাখ ৩৫ হাজার ৯৮টি অননুমোদিত গাড়ি মক্কার প্রবেশমুখ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২ লাখ ৫০ হাজার ৩৮১ জন অনাবাসীকে ইসলামের পবিত্রতম শহর মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।
ঐ কর্মকর্তা আরো বলেন, হজের আনুষ্ঠানিকতা চলা পবিত্র স্থানগুলোতে ইসলামী শরিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন স্লোগান উঠতে দেবে না সৌদি আরব।
জানা গেছে, অনুমতি ছাড়া হজ করতে গিয়ে ধরা পড়লে ১০ হাজার সৌদি রিয়াল (৩ লাখ ১২ হাজার টাকা প্রায়) জরিমানা দিতে হবে। তিনি সৌদি নাগরিক অথবা বিদেশি শিক্ষার্থী, যে-ই হোন না কেন, জরিমানার মুখোমুখি হতে হবে সবাইকে।
নিয়ম লঙ্ঘন করা ব্যক্তি প্রবাসী হলে তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে এবং তিনি আর কখনোই সৌদিতে প্রবেশ করতে পারবেন না।
এছাড়া হজের নির্দেশাবলী লঙ্ঘনকারী এবং অবৈধ হজযাত্রীদের পরিবহনে জড়িত ব্যক্তির ছয় মাস পর্যন্ত জেল এবং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার রিয়াল (১৫ লাখ টাকার বেশি) জরিমানা হতে পারে।

হজ পালন করতে সৌদিতে মিশরের প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র হজ পালত করতে সৌদি আরবের জেদ্দায় পৌঁছেছেন মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি।
শুক্রবার (১৪ জুন) দেশটির জেদ্দা শহরে পৌঁছান তিনি। খবর আরব নিউজের। অবশ্য গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ জুন) সৌদি আরবে যান আল-সিসি। এরপর তিনি মদিনার মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করেন।
ইহরাম পরা মিসরের প্রেসিডেন্টকে শুক্রবার প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদায় জানান মদিনার গভর্নর প্রিন্স সালমান বিন সুলতান বিন আবদুল আজিজ।
এদিকে শুক্রবার পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। হজ পালন করতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ইতোমধ্যে সৌদি আরবের মিনায় পেঁছে গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ জুন) সন্ধ্যার পর থেকে রাতভর কেউ হেঁটে, কেউ বাহনে চড়ে সেখানে জড়ো হয়েছেন। 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক' ধ্বনিতে আজ মুখরিত হবে তাঁবুর শহরখ্যাত মিনার প্রান্তর।
আরবি বর্ষপঞ্জিকার শেষ মাস জিলহজের ৮ তারিখ থেকে শুরু হয় হজ। এরপর ৯ জিলহজে হয় আরাফাতের দিন। আর ১০ জিলহজে পশু কুরবানি করেন হাজিরা। আরবি হিজরি সন ১৪৪৫ এর জিলহজ মাসের ৮ তারিখ (সৌদি আরবের তারিখ অনুযায়ী) আজ। ১০ জিলহজ কুরবানি শেষে আরও দুইদিন থাকে হজের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা। অর্থাৎ হজ সম্পন্ন করতে সবমিলিয়ে সময় লাগে পাঁচদিন।
সারা বিশ্বের প্রায় ২০ লাখ মুসল্লি এবার হজে অংশ নিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে হজে গেছেন ৮২ হাজার ৭৭২ জন।

সমবেত ২০ লক্ষাধিক হাজি, সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান আরাফাতে

আপনজন ডেস্ক: আজ পবিত্র হজ। সারাবিশ্বের ২০ লাখের বেশি হাজি সমবেত হয়েছেন আরাফাতের ময়দানে। 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ধ্বনিতে মুখরিত এ ময়দান। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করাই হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা।
ইতিমধ্যে জোহর ও আসরের নামাজ একসঙ্গে আদায় করে খুতবা শুনছেন সবাই। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই ময়দানে অবস্থান করবেন তাঁরা।
স্থানীয় সময় শনিবার (১০ জিলহজ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মসজিদে নামিরায় জোহর ও আসরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর হজের খুতবা দেওয়া শুরু করেন মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতিব শায়খ মাহের বিন হামাদ আল-মুয়াইকিলি।
এর আগে গতকাল শুক্রবার (৯ জিলহজ) মিনায় অবস্থান করেছেন হজযাত্রীরা। সেলাইবিহীন দুই টুকরা সাদা কাপড় পরে হজের নিয়ত করে তাঁরা মক্কা থেকে মিনায় যান। মিনায় নিজ নিজ তাঁবুর মধ্যে নামাজ আদায়সহ অন্যান্য ইবাদত করেন। এরপর আজ ফজর নামাজ পড়ে তাঁরা আরাফাতের ময়দানে যান। লাখো কণ্ঠে আরাফাতের ময়দানে ধ্বনিত হবে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক।' অর্থাৎ আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই, সব প্রশংসা ও নিয়ামত শুধু তোমারই, সব সাম্রাজ্যও তোমার।
পবিত্র হজ মহান আল্লাহর একটি বিশেষ বিধান। হজ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ইচ্ছা করা'। হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান সব মুসলমান পুরুষ ও নারীর ওপর হজ ফরজ।
আরাফাতের ময়দান মক্কা থেকে ২২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এটি দৈর্ঘ্যে দুই কিলোমিটার, প্রস্থেও দুই কিলোমিটার। এই ময়দানের তিন দিক পাহাড়বেষ্টিত। আরাফাতে রয়েছে জাবালে রহমত বা রহমতের পাহাড়। এই ময়দানে উপস্থিত হাজিদের উদ্দেশে খুতবা দেওয়া সুন্নত। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এখানকার মসজিদে নামিরা থেকে বিখ্যাত বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন।
আরাফাতে অবস্থান হজের শ্রেষ্ঠ রুকন। কারণ আরাফাতের ময়দান যেন বিশ্বসম্মিলন। লাখ লাখ হাজির এ ময়দানে মুসলিমদের একতার ইঙ্গিত বহন করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই নামাজ আদায় করেছে আর এর আগে আরাফায় অবস্থান করেছে দিনে বা রাতে, তার হজ পূর্ণ হয়েছে এবং সে তার ইহরাম শেষ করেছে।' (সুনানে নাসায়ি)
আরাফাতের ময়দান থেকে মুসলিমদের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও শান্তির বার্তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ আরাফাতের দিন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা দেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলাম তোমাদের দ্বিন মনোনীত করলাম।' (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ৩)
এদিকে কয়েক বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এ খুতবার অনুবাদ সম্প্রচার করা হচ্ছে। টানা পাঁচ বছরের মতো এবারও বাংলাসহ ২০টির বেশি ভাষায় আরাফাতের খুতবার অনুবাদ সম্প্রচার করা হবে। এ বছর এর বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেন মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ড. খলীলুর রহমান।

সুদানে এক শহরে নিহত অন্তত ২২০

আপনজন ডেস্ক: সুদানের এল-ফাশার শহরে লড়াইয়ে ২২০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। আধাসামরিক র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের (আরএসএফ) নিয়ন্ত্রণের বাইরে দারফুর অঞ্চলের শেষ শহর এটি। একটি মেডিকেল দাতব্য সংস্থা শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে।
দাতব্য সংস্থা মেডিসিনস সানস ফ্রন্টিয়ার্স (এমএসএফ) বলেছে, এল-ফাশারে লড়াইয়ে কমপক্ষে ২২৬ জন নিহত এবং এক হাজার ৪১৮ জন আহত হয়েছে।
সামগ্রিকভাবে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি বলে মনে করা হলেও চলমান বিমান হামলা, গোলাবর্ষণ ও স্থল যুদ্ধের মধ্যে আহতরা চিকিৎসা পায়নি। এমএসএফের জরুরি কর্মসূচির প্রধান মিশেল-অলিভিয়ের লাচারিট বলেন, 'এল-ফাশারের পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে গ্যারান্টর হিসেবে যেসব দেশকে চায় হামাস

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ঘোষিত এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নীতিগতভাবে মেনে নিয়েও তাতে কিছু সংশোধনী দিয়েছে হামাস। এরমধ্যে সংগঠনটি যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসেবে চুক্তির প্রথম সপ্তাহেই গাজা ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর পুরোপুরি প্রত্যাহার এবং চুক্তির গ্যারান্টর (নিশ্চয়তাদাতা) হিসেবে রাশিয়া, চীন ও তুরস্ক চেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হবে। এ সময়ে গাজার সব জনবহুল এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের তুলে নেয়া হবে।
যুদ্ধবিরতির সময় হামাস 'নির্দিষ্টসংখ্যক' জিম্মিকে মুক্তি দেবে। তাদের মধ্যে নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও আহত জিম্মিরা থাকবেন। এর বিনিময়ে ইসরায়েলে বন্দী থাকা কয়েক শ মানুষকে মুক্তি দেওয়া হবে। এ ছাড়া হামাসের হাতে জিম্মি অবস্থায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মরদেহ পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ইসরায়েলের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনিদের বিনিময়ে একটি যুদ্ধবিরতি এবং গাজায় ইসরায়েলি জিম্মিদের পর্যায়ক্রমে মুক্তির একটি পরিকল্পনা করেছে। এ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের মাধ্যমে যুদ্ধের স্থায়ী সামাধানের কথাও বলা হয়।
ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনা চলমান থাকবে। যদি আলোচনা সফল হয়, তবে পরবর্তী পর্যায়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করা হবে।
দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকি জিম্মিদের মুক্তি দেবে হামাস। তাঁদের মধ্যে জিম্মি সেনারাও থাকবেন। সেই সঙ্গে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর সর্বশেষ সেনাকেও সরিয়ে নেওয়া হবে। যুদ্ধবিরতিকে 'স্থায়ীভাবে শত্রুতা বন্ধে' উন্নীত করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ে জিম্মি ফেরানোর প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ করা হবে। গাজার জন্য বড় ধরনের একটি 'পুনর্গঠন-পরিকল্পনা' বাস্তবায়ন শুরু করা হবে। এর আওতায় মার্কিন ও আন্তর্জাতিক সহায়তায় এ উপত্যকায় বাড়ি, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল পুনর্নির্মাণ করা হবে। তবে হামাস তিন ধাপবিশিষ্ট যুদ্ধবিরতির একেবারে প্রথম দিকেই গাজা থেকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিচ্ছে। একইসাথে তারা যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের সুস্পষ্ট ঘোষণা চাচ্ছে।

যেভাবে হজকে পরিবেশবান্ধব করল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: প্রতি বছর সৌদি আরবে প্রায় ২০ লাখ মানুষ হজ পালন করেন। এত মানুষের উপস্থিতি পরিবেশের ওপর চাপ তৈরি করে। এজন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। এর ফলে দেশটিতে হজ পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠেছে।
এক্ষেত্রে হজযাত্রীদের কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন উৎসাহিত করা হচ্ছে, আবার কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হতে বলা হয়েছে। মূলত হজ পালনের সময় সামগ্রিকভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানোর কথা বলা হয়েছে। মূলত সৌদি সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বয় করছে ও পরিবেশ সম্মত সচেতনতা বাড়াতে কাজ করছে। বিশেষ করে এসব বর্জ্য যাতে পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে না পারে, সে ব্যাপারে নজর রাখছে। দেশটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেন্টার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে জানায়, পৃথিবীর পবিত্রতম স্থানগুলোর পরিবেশ রক্ষার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এমডব্লিউএএন পরিদর্শন দলগুলো নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষে নজর রাখছে।
এর দলগুলো মে মাসে মক্কা ও মদিনাজুড়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেক্টরের ৪৯টি অপারেশনাল সুবিধা পরিদর্শন করেছে। মূলত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলী কার্যকর করতে এ পদক্ষেপ নেয় তারা।
এমডব্লিউএএন হজযাত্রীদের সেবা, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত স্থায়িত্বকে প্রমোট করতে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেয়ার কথা জানায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স তথ্য সংগ্রহ ও হজ মৌসুমের আগে, চলাকালীন ও পরে বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ, পানি ও কৃষিমন্ত্রণালয় পানির অবকাঠামো উন্নত করার জন্য ১০টি প্রকল্প শুরু করেছে, যেখানে দুই হাজারকর্মী হজযাত্রীদের সেবা দিতে নিয়োজিত। এদিকে প্রচণ্ড গরমের ঘটনায় আবহাওয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে ন্যাশনাল সেন্টার অব মেটিওরোলজি। পরিবেশগত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে এরই মধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্মার্ট সিটি, বিকল্প এনার্জির উৎসের সঙ্গে খাপ খাওয়া, রিসাইক্লিংয়ে উৎসাহিত ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন সুবিধা। এরই অংশ হিসেবে রয়েছে বৈদ্যুতিক ট্রেন ও বাস, নতুন ই-ইস্কুটার ও সেল্ফ ড্রাইভিং এরিয়াল টেক্সি সার্ভিস। এসব টেকসই উদ্যোগের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পরিবেশ বান্ধব হজ ও পরিবেশের ওপর চাপ কমাতে অবদান রাখতে পারে হজযাত্রীরা।

৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প বাইডেনকে বলেন 'বুড়ো'!

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বেশি বয়সকে (৮১) নির্বাচনী প্রচারের প্রধান বিষয়বস্তু করেছেন তার চেয়ে তিন বছরের ছোট সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত শুক্রবার ট্রাম্প তার ৭৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করছেন।
প্রায় প্রতিদিন বাইডেনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হোঁচট খাওয়া বা কথা বলার সময় ভুলে যাওয়ার মতো নানা বিষয় নিয়ে ট্রাম্পের প্রচারশিবির থেকে ভিডিও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ট্রম্প শিবিরেরদাবি, বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো সক্ষমতা রাখছেন না।
তবে বাইডেন শিবিরও ছেড়ে কথা বলছে না। তারা ট্রাম্পের বয়স নিয়ে কথা বলছে। এছাড়াও সাধারণ মার্কিনিদের অনেকেও ট্রাম্পকে বয়স্ক ভাবছেন।
তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শারীরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে বাইডেন আর ট্রাম্পের কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য অনেকেরই চোখে পড়ছে। কারণ, বাইডেনের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু ট্রাম্পের ক্ষেত্রে কাজের সময়ের ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তিনি জনসমক্ষে বেশি থাকেন। তিনি যখন সমর্থকদের সামনে ভাষণ দেন তখন দীর্ঘক্ষণ, অসংলগ্ন অনেক আবেগনির্ভর কথাবার্তা বলেন।
গত রোববার লাস ভেগাসের এক নির্বাচনী অনুষ্ঠানে ট্রাম্প তার বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। তা নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে হাসাহাসি চলছে। এ ছাড়া ট্রাম্প সম্প্রতি তুরস্ক ও হাঙ্গেরির নেতাদের চিনতে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে ভুলভাল মন্তব্য করেছেন। এ ছাড়া বাইডেনকে যে শারীরিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, ফাস্ট ফুড লাভার ট্রাম্প অনেক দিন এ ধরনের কোনো পরীক্ষা দেননি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৬ মি.

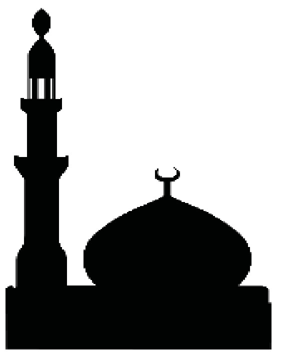

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৮	৪.৫১
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.১৬	
মাগরিব	৬.২৭	
এশা	৭.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

গ্রিসে ভয়াবহ তাপদাহে ৪ জনের মৃত্যু

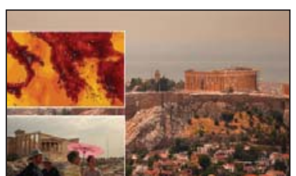

আপনজন ডেস্ক: গ্রিসজুড়ে বইছে তীব্র তাপপ্রবাহ। দেশটিতে রেকর্ড তাপমাত্রায় এখন পযর্ন্ত অন্তত চারজন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছেন আরো অনেকে।
সম্প্রতি লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় লোকেরা অজ্ঞান হয়ে যায়। এ খবরের পরে দেশটির প্রাচীন দর্শনিয় স্থান অ্যাক্রোপলিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্রিসের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের আবহাওয়াবিদ পানোস গিয়ান্নোপোলোস বলেন, গ্রিসে বিংশ শতাব্দীতে এমন তাপপ্রবাহ এখনো দেখা যায়নি।

আবারো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সিরিল রামাফোসা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার সংসদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন সিরিল রামাফোসা।
সম্প্রতি দেশটির সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলার দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি)। তাই শুক্রবার দেশটিতে তিন দশকের মধ্যে এই প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে পার্লামেন্টে ভোটাভুটিতে অংশ নিচ্ছেন আইনপ্রণেতারা।
জানা গেছে, শুক্রবার রামাফোসার ক্ষমতাসীন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি) ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটি যুগান্তকারী জোট চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে এএনসি, প্রধান বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (ডিএ) ও অন্য ছোট দলগুলো সই করেছে। চুক্তির পরপরই সংসদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট হয়।
বিজয়ী ভাষণে রামাফোসা নতুন জোটকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমাদের দেশের সবার ভালোর জন্য নেতারা একসঙ্গে কাজ করবে, এমনটাই প্রত্যাশা করেন ভোটাররা। গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ৩০ বছর পর সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় রামাফোসার এএনসি।

হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় ভয়াবহ আগুনে পুড়ছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও লেবাননের ইরান-সমর্থিত ইসলামিক গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ সীমান্তে ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মধ্য দিয়ে সংঘাতের উত্তেজনা আরো বাড়ছে।
জানা গেছে, হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের বার'আম এবং 'ইয়া'রুনের বিভিন্ন জায়গায় বিশাল আগুন লেগেছে। শুক্রবার এ হামলা ঘটানা ঘটেছে। সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের চারটি দল।
এর আগে গত মঙ্গলবার ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহর একজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার নিহত হন। জবাবে পরদিন ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চল লক্ষ্য করে ২০০টির বেশি রকেট ও ড্রোন ছোড়ে হিজবুল্লাহ। এ ছাড়া গত বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের নয়টি সামরিক স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করে ইরানপন্থী সংগঠনটি।
এদিকে দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। গোষ্ঠীটির বেশ কিছু অবস্থানে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। দৃশ্যত গাজা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে লেবাননে হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েল।

কার্গো জাহাজে হুথি বিদ্রোহীদের হামলা, আহত নাবিক

আপনজন ডেস্ক: এডেন উপসাগরে একটি কার্গো জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। এ ঘটনায় জাহাজের এক নাবিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করেছে মার্কিন বাহিনী। খবর আল জাজিরার।
পালাউ পতাকাবাহী, ইউক্রেনের মালিকানাধীন এবং পোল্যান্ড-পরিচালিত এম/ভি ভারবানা নামের ওই জাহাজটি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশ কয়েকটি স্থানে আগুন ধরে যায়। হামলা চলাকালে বেসামরিক এক নাবিক গুরুতর আহত হন।
যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এমনটি জানায়। তারা জানিয়েছে, ইউএসএস ফিলিপাইন সি থেকে একটি এয়ারক্র্যাফট আহত ওই নাবিককে আরেকটি জাহাজে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।
গত বছরের নভেম্বর থেকে লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট জাহাজগুলোতে হামলা চালিয়ে আসছে হুতি বিদ্রোহীরা। তারা বলছে, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানানোর অংশ হিসেবেই এসব হামলা। গাজায় যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৩৭ হাজার ২৩২ জনের প্রাণ গেছে।
বৃহস্পতিবার ইরান সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি জানায়, ২৪ ঘণ্টায় তারা তিনটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে। সেই তিন জাহাজের একটি হলো ভারবেনা।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৬৩ সংখ্যা, ৩ আষাঢ় ১৪৩১, ৯ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

জনগণের জন্য মঙ্গল

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী তথা দার্শনিক ইয়োশিহিরো ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা তাহার প্রভাবশালী গ্রন্থ ‘অরিজিনস অব পলিটিক্যাল অর্ডার’-এ বলিয়াছেন, রাজনৈতিক উন্নয়ন হইল তিনটি দিকের মধ্যে স্থিতিশীল ভারসাম্য। এই তিনটি দিক হইল—রাষ্ট্রনির্মাণ (স্টেট বিল্ডিং), আইনের শাসনের সুসংহতকরণ (কনসলিডেশন অব রুল অব ল) এবং গণতন্ত্রে উত্তরণ (ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন)। আমরা এই ক্ষেত্রে ‘গণতন্ত্রের উত্তরণের’ দিকটি একটু বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি। গণতন্ত্র সূচক তৈরি করে, এমন বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলির তথ্য-উপাত্ত বলিতেছে, নানা ধরনের আক্রমণের মুখে বিশ্ব জুড়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলি সংকটের মুখে পড়িতেছে। বিপরীতে দেশে দেশে নূতন ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এমন পরিস্থিতিকে গবেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ‘পরিমার্জিত স্বৈরতন্ত্র’, ‘বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র’, ‘ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্র’, ‘নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জিত গণতন্ত্র’ ইত্যাদি নানা নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তবে যেই নামেই আখ্যায়িত করা হউক না কেন, ইহাই বাস্তবতা যে, গণতান্ত্রিক মন্দাদশা দিনদিন বাড়িতেছে। ইহার বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার প্রসার ঘটিতেছে। বিশেষ করিয়া, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। বিশ্বব্যাপী দেশগুলির গণতন্ত্রের সূচক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে। সেইগুলি হইতেছে—নির্বাচনি প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতা। পৃথিবীতে যেই সকল দেশে গণতন্ত্রের অবনমন ঘটিতেছে সেই সকল দেশে এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর ক্ষমতাসীনদের আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যায়। এমনকি অনেক পুরাতন শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশেও দেখা যাইতেছে বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার জলাঞ্জলি। অনেক পুরাতন গণতন্ত্রও যেন গণতন্ত্রের পথ হইতে সরিবার মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটাইতেছে।

দেখা যাইতেছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সমস্ত দেশ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগ ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ লইয়া দলীয় কর্মীর মতো ভূমিকা পালন করে বলিয়া বিস্তর অভিযোগ পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাত্ যাহা দলীয় ক্ষমতায় করা সম্ভব নহে, তাহা প্রশাসনের মাধ্যমে করিয়া লওয়া হইতেছে। বস্তুত, ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করিবার আকাঙ্ক্ষায় আইন ও নিয়মনীতি এবং জনহিতৈষীকে বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে কাজে লাগাইয়া যাহা করা হইতেছে, তাহা গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য, বিশেষ করিয়া তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত বহন করিতেছে। কারণ ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে সকলকে। কারণ, প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী ক্ষমতা কখনো চিরস্থায়ী করা যায় না এবং যিনি এবং যাহারা ক্ষমতাবান, তাহাদের সকলকেই একদিন বিধাতার নিয়মে এই ধরণি হইতে চির বিদায় লইতে হইবে। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তাহার ‘জীবন থেকে নেওয়া’ চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহার করিয়াছিলেন—‘এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে’। তৃতীয় বিশ্বের জনগণ যেই ‘খাঁচা’য় বন্দি হইয়া যাইতেছে—তাহা যেন সহজে এবং সহসা ভাঙা সম্ভব নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু এই সকল দেশে ক্ষমতাসীনরা শেষ রক্ষা করিতে পারেন না। অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতরা মনে করেন, একটি শক্তিশালী অর্থনীতির দেশের পাশে যদি একটি দুর্বল অর্থনীতির দেশ থাকে, তাহা হইলে সেই দেশটি সবল অর্থনীতিসম্পন্ন প্রতিবেশী দেশটির প্রভাবে ক্রমশ দৈন্য-অর্থনীতির কালোছায়া হইতে মুক্ত হয়। ইহা কেবল অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নহে—গণতন্ত্র, সহিষ্ণুতা, সংবেদনশীলতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাত্ বৃহত্ প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশীর প্রভাব পড়ে ছোট দেশটির উপর। বাংলায় প্রবাদ রহিয়াছে যে, প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে তাহার উত্তাপ নিজেদের ঘরেও চলিয়া আসে। সুতরাং, বৃহত্ ও প্রভাবশালী প্রতিবেশীর ভালো বা খারাপ—যে কোনো বিষয়াদির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে ছোট প্রতিবেশীর উপর। ইহা ঠিক যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একসময় হয়তো বিপ্লব হইবে, অদমনীয় আন্দোলন হইবে; কিন্তু শান্তি আসিবে কি? দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের বিপ্লব ও আন্দোলনে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদক্ষয় হইবে—তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম এবং অনভিপ্রেত লোকক্ষয়ের এই সারসত্য ক্ষমতাসীনরা যত দ্রুত অনুধাবন করিতে পারিবেন—ততই তৃতীয় বিশ্বের জনগণের জন্য মঙ্গল।

চরম ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে ইউরোপকে লড়াই করতেই হবে

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে চরম ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী দলগুলো অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে। ফ্রান্স, ইতালি ও ইউরোপের অন্য তিনটি দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে তারা। এই দলগুলো ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসন দখলে নিয়েছে। অর্থাৎ মধ্য ডানপন্থী দলগুলোর পরই তাদের অবস্থান। লিখেছেন **ফিলিপ লেগ্রেন...**

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে চরম ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী দলগুলো অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে। ফ্রান্স, ইতালি ও ইউরোপের অন্য তিনটি দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে তারা। এই দলগুলো ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসন দখলে নিয়েছে। অর্থাৎ মধ্য ডানপন্থী দলগুলোর পরই তাদের অবস্থান।

ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার হুমকি, জীবনযাত্রার মানে নেমে আসা স্থবিরতা, জনকল্যাণমূলক পরিষেবা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়া এবং আবহাওয়ার চরম ভাবাপন্ন হয়ে ওঠার ঘটনায় ইতিমধ্যেই জর্জরিত ইউরোপের জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদীরা।

এই দলগুলো প্রায়ই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি সহানুভূতিশীল। একই সঙ্গে তারা পরিবেশবান্ধব নীতি, অভিবাসী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি চরম বিদ্বেষ ভাবাপন্ন।

এই চরম ডানপন্থী দলগুলোর আকস্মিক উত্থানের প্রতিক্রিয়ায় মূলধারার ইউরোপীয় মূল্যবোধপন্থী দলগুলোর সামনে তিনটি বড় বিকল্প রয়েছে। সেগুলো হলো ডানপন্থীদের উত্থানকে পাত্তা না দিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগা, ডানপন্থীদের গ্রহণ করে নেওয়া এবং পাল্টা আক্রমণ করা।

ইউরোপীয় অনেকের ভ্রান্ত ধারণা হলো, ইইউ পার্লামেন্ট নির্বাচন নিতান্ত অমূলক। তাঁদের বিশ্বাস, এই নির্বাচনের আদতে কার্যকারিতা নেই।

সম্ভবত সে কারণে জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি অনেক কম থাকেন। যাঁরাওবা ভোট দিতে যান, তাঁদের মধ্যে অনেকে শুধু প্রতিবাদ হিসেবে শাসক দলগুলোর বিরুদ্ধে ভোট দিতে যান।

অবশ্য এর পরও ইইউ-পন্থী দলগুলো পরবর্তী পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে।

ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেনের নেতৃত্বে মধ্য-ডানপন্থী দল ইউরোপিয়ান পিপলস পার্টি (ইপিপি) আসলেই বেশির ভাগ আসনে জিতেছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইউরোপের চরম ডানপন্থী দলগুলো গভীরভাবে বিভক্ত। তাদের কেউ কেউ পার্লামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি পক্ষের কোনো একটিকে সমর্থন দিয়েছে, কেউ কেউ অন্য পক্ষকে সমর্থন দিয়েছে। কেউ আবার কোনো পক্ষের সঙ্গে নেই।

ইউক্রেন যুদ্ধ, অর্থনৈতিক নীতি, সমকামীদের অধিকার প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইইউ ব্যবস্থায় কাজ করা উচিত হবে, নাকি এর বিরোধিতা করা দরকার, তা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের ভেতরে থাকা এ ধরনের ফাটল তাদের প্রভাবকে সন্দেহাতীতভাবে কমিয়ে দিচ্ছে।

২০১৫ সালে তৎকালীন জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল আশ্রয়প্রার্থী অভিবাসীদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার পর তাঁর সেই নীতিকে ইইউ স্বাগত জানিয়েছিল। চরম ডানপন্থী দলগুলো সে নীতির বিরোধিতা করেছিল। এখন আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনীন বৈরিতায় রূপ নিয়েছে।

কিন্তু জনতুষ্টিবাদীদের এই বিভক্তি নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগাটা খুব বিপজ্জনক হবে। মনে রাখতে হবে, কাছাকাছি মতাদর্শের অনেকগুলো দলের এক ছাতার তলায় অবস্থান নেওয়ার হিসাব ধরে বলা হচ্ছে যে মধ্যপন্থীরা তাদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পেরেছে।

এই গ্রুপে শুধু ইপিপি এবং সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড ডেমোক্র্যাটস (এস অ্যান্ড ডি) আছে তা-ই নয়, এই গ্রুপে রিনিউ ইউরোপ এবং গ্রিনসের মতো ধ্রুপদি ও সামাজিক উদারপন্থী দলও রয়েছে।

এ অবস্থায় ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য পার্লামেন্টে ভন ডার লেনের যথেষ্ট ভোট আছে বটে; কিন্তু গোপন ব্যালটে যেকোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। এটি ইইউপন্থীদের শক্তিশালী ও স্থিতিশীল অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো,

২০১৫ সালে তৎকালীন জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল আশ্রয়প্রার্থী অভিবাসীদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার পর তাঁর সেই নীতিকে ইইউ স্বাগত জানিয়েছিল। চরম ডানপন্থী দলগুলো সে নীতির বিরোধিতা করেছিল। এখন আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনীন বৈরিতায় রূপ নিয়েছে।

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এসব নির্বাচন ইইউর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক পটভূমি বদলে দিচ্ছে।

জার্মানিতে চরমপন্থী দল অলটারনেটিভ ফার ডয়েচল্যান্ড (এএফডি) নব্য-নাৎসিবাদী প্রবণতার দিকে ঝুঁকলেও এবং রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে প্রশ্নবিদ্ধ সম্পর্কে জড়ালেও দলটি চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস (এসপিডি) থেকে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে।

ফ্রান্সে চরম ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালি ৩২ শতাংশ ভোট পেয়েছে যা প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর মধ্যপন্থী জোটের পাওয়া ভোটের দ্বিগুণেরও বেশি। এই বিপর্যয়কর পরাজয় মাখোঁকে আগাম নির্বাচন দিতে বাধ্য করেছে।

ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী এই দুই নেতার বিপর্যয়কর দুর্বলতা ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক দিক থেকে, নিরাপত্তাগত দিক থেকে এবং জলবায়ুর প্রভাবের দিক থেকে প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া ইউরোপকে দিশাহীন অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিকল্পটি হলো অতি ডানপন্থীদের মূল স্রোতে স্থান করে দেওয়া। অনেক মধ্য ডানপন্থী দল চরম ডানপন্থীদের ভাষা ও নীতি গ্রহণ করে নিয়েছে। বিশেষ করে অভিবাসীদের ঠেকানো ও বিতাড়নের বিষয়ে তাঁরা ডানপন্থীদের নীতি সমর্থন করছে। এমনকি মধ্য বামপন্থীরাও এই ইস্যুতে কট্টর ডানপন্থীদের ভাষা ও নীতিকে গ্রহণ করছে। বেশ কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্রে চরম ডানপন্থীদের সঙ্গে মধ্য ডান এবং মধ্য বামেরা জোট গড়ে সরকার পর্যন্ত গঠন করেছে।

ইইউ স্তরে বাস্তববাদীরা যুক্তি দিয়ে বলছেন, বাস্তবতা মেনে নিয়ে কিছু চরম ডানপন্থী দলকে রক্ষণশীল মূলধারায় মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু ঝুঁকির বিষয় হলো, মধ্য ডানপন্থীরা চরম ডানপন্থীদের মূল স্রোতে টেনে নিলে একটা সময় চরম ডানপন্থীরা মধ্য ডানপন্থীদের গিলে ফেলতে পারে।

২০১৫ সালে তৎকালীন জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল আশ্রয়প্রার্থী অভিবাসীদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার পর তাঁর সেই নীতিকে ইইউ স্বাগত জানিয়েছিল। চরম ডানপন্থী দলগুলো সে নীতির বিরোধিতা করেছিল। এখন আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনীন বৈরিতায় রূপ নিয়েছে। এর ফলে অভিবাসীদের বিষয়ে অতি ডানপন্থী দলগুলোর মতামত এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এর মধ্য দিয়ে তারা সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

গত বছরের ডাচ নির্বাচনে চরম ডানপন্থী গিয়ার্ট ভিল্ডার্সের দল পার্টি ফর ফ্রিডম (পিভিভি)-এর জয় সেটিই প্রমাণ করেছে।

সর্বোপরি অতি ডানপন্থীদের আলিঙ্গন করায় দৃশ্যমানভাবে হিতে বিপরীত কিছু ঘটতে পারে। উদাহরণ হিসেবে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবানের ফিডেজ পার্টির কথা বলা যেতে পারে।

এই দলটি একবার ইপিপিতে জায়গা করে নেওয়ার পর এখন ওরবান একজন পুতিনপন্থী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন যিনি ইউরোপের আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন।

এটি তৃতীয় বিকল্পটিকে সামনে নিয়ে আসে। অর্থাৎ চরম ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর বিষয়টি বেছে নেওয়ার বিষয় হয়ে ওঠে। মাখোঁ একটি আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে মূলত সেই বিকল্প পথটিকেই বেছে নিয়েছেন।

যে মুহূর্তে মাখোঁ সাংঘাতিক অজনপ্রিয়তার মুখে পড়েছেন এবং ভোটারদের মেজাজ যে মুহূর্তে খুবই প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে, সে মুহূর্তে আগাম নির্বাচন দিতে যাওয়াটাকে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ জুয়া হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ফ্রান্স সম্ভবত একজন উগ্র ডানপন্থী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করতে যাচ্ছে। সেটি হলে মাখোঁকে বাকি তিন বছর ল্যাংড়া ঘোড়া হয়ে গদিতে থাকতে হবে। অবশ্য এ ছাড়া তাঁর কিছু করারও ছিল না। কেননা যে কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর অবস্থান অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং পার্লামেন্টে তাঁর নেতৃত্বাধীন শাসক জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও নেই। অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাসীন জোটের হেরে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল। ফলে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে মাখোঁ অতি ডানপন্থীদের লড়াইয়ের মাধ্যমে পরাজিত করার সম্ভাব্য পথ তৈরি করেছেন।

মনে হচ্ছে, এই তৃতীয় বিকল্পটিকে বেছে নিয়ে মাখোঁর মতো অন্য সদস্যদেশগুলোতেও অতি ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামা দরকার।

ফিলিপ লেগ্রেন ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্টের সাবেক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা যিনি বর্তমানে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউটের ভিজিটিং সিনিয়র ফেলো।
অনুবাদ

বেলেন ফার্নান্দেজ

ইসরায়েলি চার জিম্মি মুক্ত করতেই আরেক গণহত্যা!

গাজার নুসাইরাত শরণার্থীশিবিরে ৮ জুন অভিযানের সময় ইসরায়েলের সেনাবাহিনী কমপক্ষে ২৭৪ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে। আহত করে ৭০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনিকে।

সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলো এ গণহত্যায় যথারীতি দায়সারাগোছের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেল সর্বশেষ ইসরায়েলি ‘বেসামরিক গণহত্যার’ নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘এই রক্তস্নান অবশ্যই দ্রুত বন্ধ করতে হবে।’ এই গণহত্যার মাধ্যমে হামাসের হাতে বন্দী চারজন জিম্মিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ইসরায়েলিরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিজয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে আত্ম-অভিনন্দনের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন এবং ধুমধামের সঙ্গে গণহত্যা উদ্‌যাপন করছেন। ইন্টারনেট ভেসে যাচ্ছে সেই উদ্ধার অভিযানের আবেগঘন বর্ণনায় এবং স্বজনদের সঙ্গে মুক্ত হয়ে আসা ব্যক্তিদের কান্নাজড়িত পুনর্মিলনের ছবি ও ভিডিওতে।

প্রকৃতপক্ষে, মাত্র আট মাসের যুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে গাজার ৩৭ হাজার লোককে হত্যা করেছে ইসরায়েল। এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের জীবনের প্রতি নির্লজ্জ অবজ্ঞা দেখিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এমন একটা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে ফিলিস্তিনিদের মৃত্যু কতটা আর মনোযোগ কাড়তে পারে। ধুলায় মিশে যাওয়া গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া লোকদের ধরা হলে এই যুদ্ধে নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা যে আরও অনেক বেশি, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

ইসরায়েলি বয়ানে ফিলিস্তিনিদের কখনোই মানুষের বলে মনে করা হয় না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রমও আছে; সেটা হলো ফিলিস্তিনিদের যখন প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে ইসরায়েল। যেমন হামাসের বিরুদ্ধে সাধারণ ফিলিস্তিনিদেরকে ‘মানবঢাল’ হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ তোলে ইসরায়েল। এই বয়ানের মাধ্যমে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনিদের হাসপাতাল ও স্কুলে হামলা চালানোর বৈধতা তৈরি করার চেষ্টা করে।

গাজায় চিরস্থায়ী রক্তস্নানের আগের পর্বের দিকে তাকালে চারজন জিম্মিকে মুক্ত করে আনার বিনিময়ে ২৭৪ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার বিষয়টি ইসরায়েলের

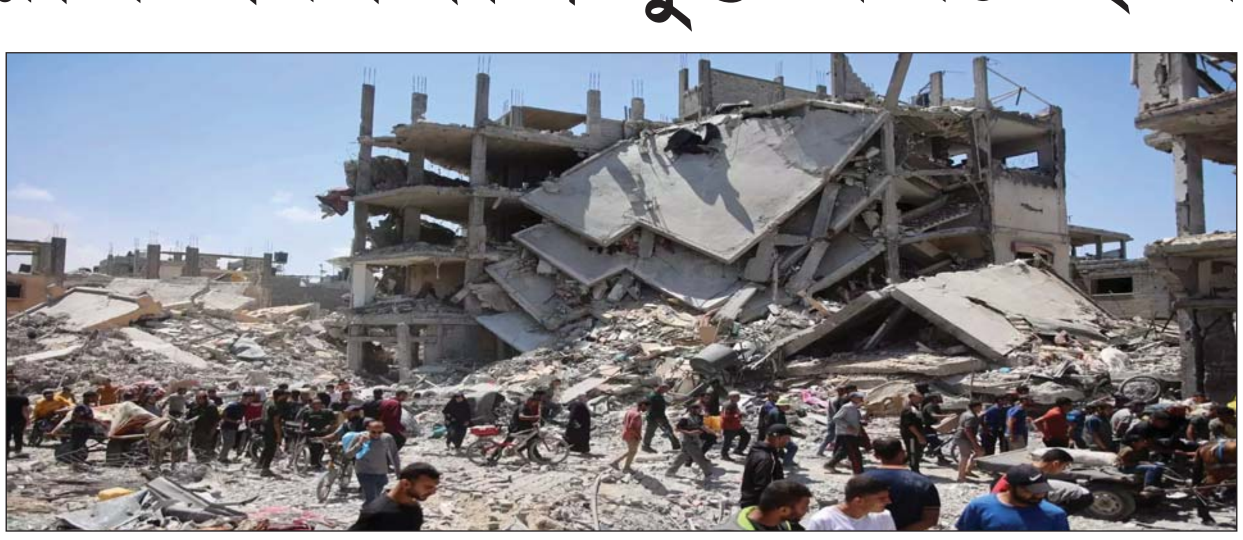

সামরিক যুক্তিতে কোলাটেরিয়েল ড্যামেজ বা সমান্তরাল ক্ষতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কেননা ইসরায়েলিদের জীবন একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ সত্য দিয়ে অঙ্কিত। তারা মনে করে সংঘাতে যতজন ইসরায়েলি মারা যাবে ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা তার থেকে বহুগুণ বেশি হতে হবে। সব সময়ই ইসরায়েলিরা নিজেরা নিজেদের ভুক্তভোগী থেকে যাবে।

উদাহরণ হিসেবে কাস্ট লিড অভিযানের কথায় ধরুন। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইসরায়েল গাজায় এই অভিযান পরিচালনা করেছিল। ২২ দিনের এই অভিযানে ১ হাজার ৪০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল সাধারণ মানুষ। শিশু ছিল চার শ। আর ইসরায়েলের ১০ জন সেনা ও তিনজন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছিলেন।

এরপর ২০১৪ সালে ৫০ দিন ধরে চলা ইসরায়েলের প্রটেকটিভ এডজ অভিযানে ৫৫১ শিশুসহ ২ হাজার ২৫১ জন গাজার বাসিন্দা হ্রাস পেয়েছিল। অন্যদিকে ইসরায়েলের ৬৭ জন সেনা ও ৬ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছিলেন।

বন্দী বিনিময়ের ক্ষেত্রেও বহুবার দেখা গেছে ইসরায়েলের জীবনের মূল্য ফিলিস্তিনিদের জীবনের মূল্য থেকে অনেক বেশি। ২০১১ সালে ইসরায়েলি বন্দী সেনা জিলাড শালিটের মুক্তির বিনিময়ে কমবেশি ১ হাজার ২৭ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

ফিলিস্তিনকে পঙ্গু করতে চায় এখন, নুসাইরাত শরণার্থীশিবিরের গণহত্যার ঘটনাটি একমাত্র ঘটনা নয়, যার মাধ্যমে বিশ্বকে অসংযত ভ্রষ্টাচারের পথে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করছে ইসরায়েল। এটা আক্ষরিক ও প্রতীকীভাবে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রচেষ্টাও। শনিবার শরণার্থীশিবিরে অভিযানকে উল্লাসের মাধ্যমে যেভাবে উদ্‌যাপন চলছে, সেটা ফিলিস্তিনিদের মুছে ফেলারই কার্যকর উদ্যোগ।

নুসাইরাত শিবিরে অভিযানকে কোলাটেরাল গণহত্যা বলুন।

এই হামলার পরে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে পোস্ট দিয়েছে সেখানে ফিলিস্তিনিদের হতাহতের কোনো উল্লেখই করা হয়নি। বরং কিন্তু সেখানে এমন চটুল বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, ‘হামাস সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ সৃষ্টি’।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট ইসরায়েলি সেনাদের অভিনন্দন না জানানোয় আরব দেশগুলোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের দোষারোপ করেছে। জেরুজালেম পোস্ট রীতিমতো বিলাপ করেছে এই বলে যে ইসরায়েলি সেনারা বীরত্বপূর্ণ অভিযানে চারজন বন্দীকে মুক্ত করে আনল। অথচ হামাসের সমর্থক কিছু মানুষ ইসরায়েলকে দোষারোপ করছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়দের একজন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্যারিসে সংবাদ সম্মেলনে চারজন জিম্মির মুক্ত করে আনার ঘটনার প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘সব জিম্মিকে মুক্ত করে ফিরিয়ে আনা এবং যুদ্ধবিরতি না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের কাজ থামাব না।’ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিজেই যখন রক্তস্নান ঘটানোর জন্য ইসরায়েলিদের প্রশংসা করছেন, তখন কীভাবে একটা যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানো সম্ভব?

এই তো মাত্র মাসখানেক আগে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সতর্ক করে দিয়েছিলেন, গাজার দক্ষিণাঞ্চলের রাফায় ইসরায়েল যদি সর্বাত্মক অভিযান চালায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করবে। এর কারণ হিসেবে বাইডেন বলেছিলেন, এসব বোমায় বেসামরিক মানুষ নিহত হবেন। কিন্তু হঠাৎ করেই সেটা গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত হলো। বেসামরিক লোকদের হত্যা চলতেই থাকল।

৬ জুন নুসাইরাত শরণার্থীশিবিরে জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলে ইসরায়েলি হামলায় সেখানে আশ্রয় নেওয়া ৪০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন। আল-জাজিরার বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসে, যে অস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলিরা হামলা চালায়, তার অংশবিশেষ যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে ইসরায়েলকে দেওয়া বাইডেনের সতর্কতা কোলাটেরাল ড্যামেজে পরিণত হয়েছে। অথবা সম্ভবত গণহত্যা পুরোপুরি স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

বেলেন ফার্নান্দেজ আল-জাজিরার কলামিস্ট
আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

নিজস্ব ভাষাদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য নির্মাণ করতে হবে: খাজিম

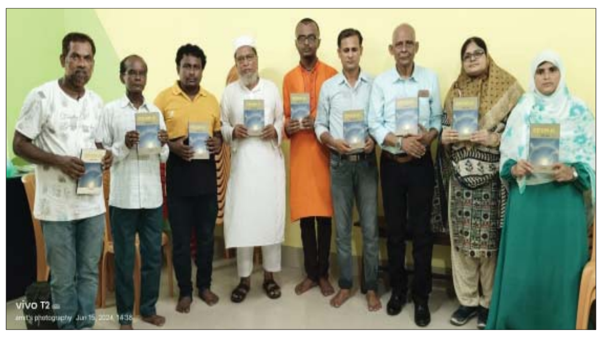

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: চাতক ফাউন্ডেশন আয়োজিত আজ এক ঈদ বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেলা ১ টায় বহরমপুরের অভিজাত কস্তুরী অ্যাপার্টমেন্টে প্রকাশিত হল চাতক 'ঈদ সংখ্যা ২০২৪' এবং কাব্য সংকলন 'অর্ধেক আকাশ এবং...' গ্রন্থের । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক অভিভাবক-ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদ। সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ঈদ সংখ্যা পত্রিকা ও কাব্য সংকলন প্রকাশ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন চাতক সম্পাদক শেখ মফেজুল ।
এ দিনের অনুষ্ঠানের চেয়ারপার্সন খাজিম আহমেদ বলেন. 'সবাই যেভাবে সাহিত্যের ভাষায় কথা বলবে, আমরা সেই ভাষায় কথা বলতে চাই না । আমাদের নিজস্ব ভাষাদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য নির্মাণ করতে চাই। চাতক ঈদ সংখ্যার মধ্য দিয়েই আমরা সে কথা তুলে ধরতে চেয়েছি । চাতক এ প্রকাশিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ নিবন্ধের আঙ্গিক একটু অন্যভাবে আমরা পরিবেশন করেছি । আমাদের উপেক্ষিত সমাজের জীবন ও জীবনপদ্ধতির বিষয়টিকে আলোকিত করতে চাই। এমন লেখক মানসিকতার সংখ্যা যতই অল্প হোক, আমরা এই উদ্দেশ্য সফল করতে প্রয়াসী। কে কোথায় কটা গল্প, উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হচ্ছে, মুসলমান সমাজকে বিকৃতভাবে চিত্রিত করছে তাঁর আমরা বিরোধী। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও রুচিকে সামনে রেখে, কিভাবে গল্প উপন্যাসে সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করছে, সেটাই আমাদের কাছে বিবেচ্য বিষয়।'
এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় খালিদা খাতুন এর গজল পরিবেশন এর মধ্যে দিয়ে। ১৯ জন কবির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় কাব্য সংকলন অর্ধেক আকাশ এবং... । অর্ধেক আকাশ এবং... কাব্য সংকলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন কবি ও শিক্ষিকা সামজিদা খাতুন।অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন উত্তম বিশ্বাস, অমিত কর্মকার, আব্দুল রউফ, সরফরাজ আলি প্রমূখ । সংগীত পরিবেশন করেন মাজেদুল হক। বিশেষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি মান্নান আলী, ক্বারী মাওলানা হাবিবুর রহমান প্রমুখ। পবিত্র ঈদ উপলক্ষে উপস্থিত সজ্জন ব্যক্তিবর্গকে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং দোওয়া ও আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় । পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চাতক সম্পাদক শেখ মফেজুল ।

বহরমপুরে সাড়ম্বরে মুর্শিদাবাদ কবিতা মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সভাকক্ষে শনিবার শুরু হল মুর্শিদাবাদ কবিতা মেলা। বাচিক শিল্পী নবনীতা পাত্র ওঝা মঞ্চে এসে কবিতা মেলার শুভ সূচনার কথা জানান। তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় অংশগ্রহণ করেন জেলার খ্যাতনামা বাচিক শিল্পী শ্রীমন্ত ভদ্র।
মুর্শিদাবাদ কবিতা মেলা কমিটির সভাপতি কবি অরূপ চন্দ্র তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব, বিবর্তন ও তার সাথে মুর্শিদাবাদ তথা এই জেলাঞ্চলের সম্পৃক্ততার কথা। জানালেন, এ জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে "বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন", ভারতের প্রথম গ্রন্থ মেলা, ভারতের প্রথম শিশু বইমেলা, এ জেলাতেই প্রথম "সারা বাংলা কবি সম্মেলন", কবি শ্যামা দে'র উদ্যোগে; এই ধারাবাহিকতায় প্রথম কবিতা মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার মাটিতে।প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মেলার উদ্বোধন করেন নির্মল সরকার ও বর্ষীয়ান কবি শম্ভু ভট্টাচার্য। ছিলেন চিত্রশিল্পী পঞ্চানন চক্রবর্তী, কবি সমীর ঘোষ, কবি শ্যামচাঁদ বাগদি, ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ এবং আরো অনেকে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের সময় কবি হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি সুজাতা মিথিলা গেয়ে উঠলেন 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'।
এই বঙ্গভূমিতে প্রথম কবিতা মেলা অনুষ্ঠিত হবার খবর পেয়ে বাংলাদেশ থেকে কবি আয়েশা সিদ্দিকা কনক একটি "শুভেচ্ছা কবিতা" পাঠিয়েছেন যা পাঠ করেন ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ। এ প্রসঙ্গে কবি অরূপ চন্দ্র বলেন, মুর্শিদাবাদ কবিতা মেলা কমিটি চায় এ ধরনের মেলা প্রতিটি জেলায় হোক প্রতিটি শহরে হোক। সংগীতশিল্পী দেবাশিস দেবনাথ গাইলেন উদ্বোধনী সংগীত। তারপর স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন জেলার নবীন প্রবীণ অনেকানেক কবি। কবি নির্মলেন্দু কুণ্ডু'র সম্পাদনায় একটি সুদৃশ্য স্মরণিকা প্রকাশ পায়; প্রকাশ করেন নবতিপর কবি ও শিক্ষাবিদ হরিশংকর দত্ত। সঙ্গে থাকেনইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ, প্রাবন্ধিক চন্দ্র প্রকাশ সরকার ও আরো অনেকে।
মেলা কমিটির আহ্বায়ক কবি সুশান্ত বিশ্বাস জানালেন এই মেলায় জেলার চার প্রবীণ বিশিষ্ট কবি সৈয়দ খালেদ নৌমান, সন্দীপ বিশ্বাস, অরু চট্টোপাধ্যায় ও নিখিল কুমার সরকার সংবর্ধিত হবেন।
এদিন উদ্যোক্তাদের তরফে জাননো হয়, তাপস সরখেল, প্রভাত কুমার মন্ডল, মণিরুদ্দিন খান, বিপ্লব ভট্টাচার্য্য, মধু মিত্র, সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, সহিদুল ইসলাম, নির্মলেন্দু কুণ্ডু, এম এ ওহাব, হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস সাহা, সমীর ঘোষ, শ্রীমন্ত ভদ্র, কবিতা অধিকারী, গোপাল বসাক, গোপাল বায়েন, আনন্দ মার্জিত, প্রীতম ঘোষ, সুজাতা মিথিলা, দেবি রাহামিত্র, মধুমিতা গাঙ্গুলি, কালিপদ হাজরা, কুনাল কান্তি দে সহ জেলার নবীন প্রবীণ অনেক খ্যাতনামা কবি, অধ্যাপক, আবৃত্তিকার সামিল হয়েছেন এই উদ্যোগে।

বাসুলডাঙ্গা স্টেশনে শুকচ্ছে ধান, চরম সমস্যার মুখে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: রেল স্টেশন তো নয়, যেন ধান শুকানোর চাতাল। বাসুল ডাঙ্গা ২ নম্বর স্টেশন দখল করে ধান শুকানোর কাজ করছেন স্টেশন এলাকার স্থানীয় কৃষকরা। ফলে ধান শুকনোর চাতালের পরিণত হয়েছে স্টেশন। বাসুল ডাঙ্গা স্টেশন হল শিয়ালদাহ - ডায়মন্ড হারবার লাইনে অবস্থিত এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসুল ডাঙ্গা স্টেশন। এমন ঝুঁকি পূর্ণ অবস্থায় যেকোনো মুহূর্তে ছোট বরো দুর্ঘটনা ঘটে প্রাণহানি হতে পারে। তবে বাড়ির আশপাশে জায়গা না থাকায় কষ্টের ফসল ঘরে তুলে ধান সিদ্ধ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুকাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দাবি কৃষকদের।এদিকে, রেল প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টরা দ্রুত উদ্যোগী না হলে এসব স্টেশনে দুর্ঘটনাসহ প্রাণহানি হতে পারে বলে দাবি করেন সাধারণ যাত্রীরা।সরেজমিনে দেখা গেছে স্টেশন দখল করে চাতালে পরিণত করে ধান শুকাতে ব্যস্ত কৃষকেরা। এটি আইন অনুযায়ী স্টেশনে ফসল, খড় বা যেকোনো পণ্য শুকানো নিষেধ থাকলেও তা মানছেন না স্থানীয় সাধারণ মানুষ। এদিন শনিবার দুপুরে দেখা যায় বাসুল ডাঙ্গা ২ নম্বর স্টেশনে ধান শুকানো হচ্ছে। এতে রেল যাত্রীদের চরম ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। স্থানীয় রেল যাত্রীরা জানান স্টেশন দখল করে ধান শুকাচ্ছে তারা কোনোদিকে নজর রাখছে না রেল প্রশাসন। যে যার মত চলাচল করছে কেউ কিছু বলছে না। রেল যাত্রীরা তারা এও বলেন স্টেশনের উপরে যাতে কেউ ধান ও অন্যান্য পণ্য শুকাতে না পারে এজন্য দ্রুত প্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তা না হলে যেকোনো মুহূর্তে বরো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে,তখন কিছু করার থাকবে না।

ঈদ নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক খণ্ডঘোষে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● খণ্ডঘোষ

আপনজন: আগামী ১৭ই জুন পালিত হতে চলেছে ঈদুল আযহা। উৎসবকে ঘিরে যাতে করে কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং যাতে করে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয় উৎসব সেই মর্মে খণ্ডঘোষ থানার সমস্ত ইমামদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে এই বৈঠকটির সম্পাদিত হয়। বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয় খণ্ডঘোষ ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ইমামদের সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধানদের। বৈঠকে হাজির ছিলেন এসডিপিও অভিষেক মন্ডল, সিআই সি তপন কুমার বসাক, খণ্ডঘোষ থানার ওসি রাজেশ মাহাতো, খণ্ডঘোষ এর বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ, খণ্ডঘোষ ইমাম সংগঠনের তরফ থেকে হাফেজ সদরুল আলম সহ খণ্ডঘোষ ব্লকের বেশিরভাগ ইমাম ও অনেক পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানরা উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রশাসনের তরফ থেকে ইমামদেরকে আশ্বস্ত করা হয় নিরাপত্তা নিয়ে । ইমামরাও আশ্বস্ত করেন তাদের তরফ থেকে প্রশাসনকে সব রকম সাহায্য এবং সহযোগিতা করা হবে । খণ্ডঘোষ ইমাম সংগঠনের সভাপতি হাফেজ সদরুল আলম বলেন খণ্ডঘোষ এলাকা শান্তিপূর্ণ এলাকা এই এলাকায় কখনো অশান্তি হয়নি । এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেন । অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও আমাদের অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করতে বিশেষভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এসডিপিও অভিষেক মন্ডল অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং প্রশাসনকে সর্বদা কাছে পাবেন বলে ইমামদেরকে আশ্বস্ত করেন।

ঘুম থেকে উঠতে পারে না ছেলেরা, সকালের স্কুলে ভিড় মেয়েদেরই

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে তীব্র গরমের মধ্যে স্কুল খোলার পরেই সকালের স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতির সংখ্যা বেশ চোখে পড়ার মতো। শনিবার সকাল ৭টা থেকে আরম্ভ হল রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন। প্রথম দিনেই এই সিদ্ধান্তের সুফলও মিলেছে হাতেনাতে। স্কুলে বেড়েছে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার। শিক্ষকদের দাবি, প্রথম দিনে সকালে স্কুল খোলার খবর সমস্ত পড়ুয়ার কাছে সম্ভবত পৌঁছয়নি। সকলে জানলে উপস্থিতির হার হয়তো আরও বাড়বে। কিন্তু স্কুল খোলার পরেও তীব্র গরম থাকায় স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার ছিল নিম্নমুখী। এই পরিস্থিতিতে গত বুধবার রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। রাজ্যের স্কুলগুলি যাতে স্থানীয় আবহাওয়ার উপরে ভিত্তি করে স্কুলের পঠন-পাঠনের সময় নিজেরা স্থির করতে পারে, সেই মর্মে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে অনুরোধ করা হয় সেই বিজ্ঞপ্তিতে। সে মতো বৃহস্পতিবারেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং পড়ুয়াদের জানিয়ে এ দিন সকাল থেকেই শুরু হয় পঠন-পাঠন। তবে শনিবার ময়ূরেশ্বর দুই নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কোটাসুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে বলে ও জানা যায়। এ বিষয়ে কোটাসুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বৃন্দাবন দাস জানান 'স্কুল খোলার পরেই দুদিন আমরা ডে স্কুল করেছি তাতে দেখেছি খুবই নগণ্য ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু আজকে মর্নিং স্কুল হওয়ায় প্রায় ফিফটি পার্সেন্টেজের উপর ছেলে-মেয়ে উপস্থিত হয়েছে ক্লাসে।

বিক্ষোভ দেখাল আদিবাসী কল্যাণ সমিতি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: 'পুলিশ প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক ও অসাংবাধিনিক কাজে'র অভিযোগ তুলে বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ি আউটপোষ্ট থানায় 'বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণডেপুটেশন' পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সদস্যদের। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার তরফে বলা হয়েছে, সংরক্ষণ আমাদের সাংবাধিনিক অধিকার। কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর দূর্ণীতিগ্রস্ত আমলা ও নেতাদের সহযোগীতায় হাজার হাজার অ-আদিবাসী এসটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছে। এবিষয়ে প্রচার ও আদিবাসী মানুষের মাঝে সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝাতে গত ৯ জুন মেলা কমিটির অনুমতি নিয়ে ঝাঁটিপাহাড়ি মেলায় পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে একটি স্টল দেওয়া হয়। কিন্তু কোন লিখিত কারণ ছাড়াই ঝাঁটিপাহাড়ি থানার পুলিশ জোর করে মেলার মাঠ থেকে ওই স্টল তুলে দিতে বাধ্য করে ও প্রচারপত্র বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশন সংলগ্ন মেলার মাঠ থেকে মিছিল করে ওই থানার সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণডেপুটেশন কর্মসূচীতে অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক নিবারণ কিস্কু, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের জেলা গোড়েৎ বিপ্লব সরেন প্রমুখ।

ঈদ নিয়ে পুলিশের বৈঠক বামনগোলায়

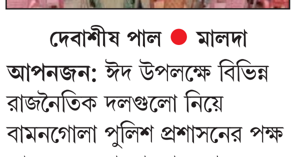

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে বামনগোলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভা ও মিটিং অনুষ্ঠিত হয় থানা প্রাঙ্গণে। আগামী ১৭ তারিখ মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র ঈদ রয়েছে। তাই শনিবার বামনগোলা ব্লকের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ও বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেদের নিয়ে থানা প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণ বজায় রাখা হয় সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা করা হয়। পাশাপাশি অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করা হবে বলে জানানো হয়।

আট দিন ধরে শিকল দিয়ে কিশোরকে বেঁধে রাখলেন বাবা!

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: আট দিন ধরে শিকল দিয়ে বাধা রয়েছে কিশোর। এমনই অমানবিক চিত্র ধরা পরল হুগলীর কেওটার হেমন্ত বসু কলোনী এলাকায়। জানা গেছে ছেলেটি ১০ম শ্রেনীর ছাত্র, ঘটনার খবর পেয়ে উপস্থিত হয় বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা। উপস্থিত হন পুলিশ ও সমাজসেবক জবরদা। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় গত আট দিন যাবত হেমন্ত বসু কলোনি এলাকায় এক কিশোরকে ভুতে ধরেছে বলে তার বাড়ির লোকেরা শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে তাকে ওঝার কাছে নিয়ে গেছে ও জল পড়া খাওয়াচ্ছে। এমনই অমানবিক চিত্র শহরাঞ্চলে দেখে হতবাক এলাকাবাসীও। ঘটনা প্রসঙ্গে কিশোরের বাবা জানান বিগত আট দিন আগে আমার ছেলে পড়ার পর বাড়িতে আসতেই চেঁচামেচি শুরু করে। আমরা ১০-১২ জন মিলে তাকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। তারপর তাকে শিকল দিয়ে বাধার সিদ্ধান্ত নিই। তারপর এলাকাবাসী বলেন ভূতে ধরেছে, এলাকাবাসীর কথা মতো তাকে বিভিন্ন জায়গায় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝারা কাড়ি কাড়ি টাকার বিনিময়ে দেয় জল পড়া ও মাদুলি, যদিও জল পড়া মাদুলিতে ছেলের বিন্দুমাত্র কাজ হয়নি বলে জানান ছেলের বাবা, কিন্তু পরে একটি জায়গায় গেলে তারা বলেন কিশোরকে ডাক্তার দেখাতে। এই অমাণবিক চিত্র দেখে সকলেই হতবাক এলাকাবাসীসহ বিজ্ঞান মঞ্চ। এখনও শহরাঞ্চলের মানুষ যে কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন তা এই ঘটনাটি জ্বলন্ত উদাহরণ স্বরূপ।

যারা দলে গদ্দারি করেছে তাদের বহিষ্কার করা হবে: শতাব্দী রায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম জেলার দুটি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের শুধু জয় নয়, বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়। সেই প্রেক্ষিতে জনগনকে শুভেচ্ছা এবং দলীয় কর্মীদের মধ্যে বুথ ও অঞ্চলের দায়িত্ব পালন কারীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেরূপ শনিবার দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় দুবরাজপুর শহরের রবীন্দ্র সদনে। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ শতাব্দী রায়, তৃণমূল জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি মলয় মুখার্জি, দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূলের যুগ্ম আহ্বায়ক রফিউল হোসেন খান ও অরুণ কুমার চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই তৃণমূলের অঞ্চল ও বুথ সভাপতিদের সম্মাননা জানানো হয়।পাশাপাশি দুবরাজপুর ব্লক এলাকার ১০ টা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যারা বেশি ভোট পেয়েছে তার ভিত্তিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে সোনার মেডেল ও একটা করে ট্রফি দেওয়া হয়।

স্নানের ঘাটে সাইকেল রেখে নিখোঁজ এক ব্যক্তি, তল্লাশি পুলিশের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার শান্তিপুরের স্নান ঘাট বড় বাজার ঘাটে আজ সকাল থেকেই চাঞ্চল্য একজোড়া হাওয়াই চটি এবং একটি সাইকেল যার হ্যান্ডেলে রাখা ব্যাগের মধ্যে মোবাইল চশমা এবং অন্যান্য সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখে। অনেকেই এভাবে স্নানে নামেন তবে তা স্নানের সময়টুকু কিন্তু অন্যান্য স্নান করতে আসা মানুষজন লক্ষ্য করেন সাইকেলটি রয়েছে।
ভোরের আলো ফোটার পর থেকে এরপর আনুমানিক সকাল সাতটা নাগাদ ওই ঘাটে জল সাথীর দায়িত্বে থাকা মিন্টু মাহাতো এবং স্থানীয় কাউন্সিলর বৃন্দাবন প্রামাণিক কে খবর দিলে তারা এসে শান্তিপুর থানার পুলিশ প্রশাসনকে গোটা বিষয়টি জানায় এরপর শান্তিপুর থানার পুলিশ প্রশাসন এসে খোঁজ তল্লাশি শুরু করে অন্যদিকে জেলাশাসকের মাধ্যমে সিভিল ডিফেন্স এর সাথে যোগাযোগ করা হয়।
ইতিমধ্যেই প্রদীপ দাস নামে শান্তিপুর শহরের দাদ্দে ছুতোরপাড়ায় বাড়ি এক ব্যক্তি এসে ব্যাগের মধ্যে হাওয়াই চটি সাইকেল এবং ব্যাগের মধ্যে রাখা চশমা মোবাইল দেখে শনাক্ত করেন উজ্জ্বল দাস নামে তার দাদার।

আজিমগঞ্জ স্টেশনে এটিএমের আবেদন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম রেলস্টেশন আজিমগঞ্জ জংশন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে, এমনকি বিহার-ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে কলকাতার রেল যোগাযোগের মধ্যস্থতাকারী আজিমগঞ্জ জংশন। অথচ এই স্টেশনে নেই কোন এটিএম। যার দরুন কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে টাকা তোলার জন্য লাইন দিতে হয় রেল যাত্রীদের। দিন কয়েক আগে আজিমগঞ্জ জংশনে এটিএম তৈরির দাবী জানিয়ে হাওড়া ডিভিশনে চিঠি করে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ রেল যাত্রী ও নাগরিক মঞ্চ।

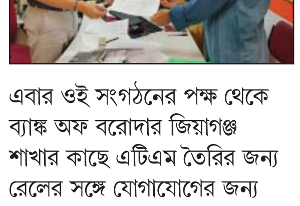

এবার ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার জিয়াগঞ্জ শাখার কাছে এটিএম তৈরির জন্য রেলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আহ্বান জানানো হলো। ব্যাংকে স্বারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা তথা অধ্যাপক ডঃ রাজা ঘোষ, সুভাষ পান্ডে, অশোক রাজমহালি, অভিষেক বসু সহ অন্যান্যরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে এলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেসের ।মাত্র একটি সিট পেয়েছে কংগ্রেস। এমনকি ২৫ বছরের সাংসদ অধীর চৌধুরী নিজের গড় হারিয়েছে। ভোট পর্ব মিটতেই কংগ্রেসের এই ভরাডুবি দেখে দল বদল এক কংগ্রেস নেতার। কংগ্রেস ছেড়ে যোগদান করলেন তৃণমূলে। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের ১০ নং পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য রবীন ঘোষ। কংগ্রেসের টিকিতে তিনি জয়ী সদস্য। লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেসের অবস্থা দেখে ভোট মিটতেই তিনি দলবদল করলেন। শনিবার নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন তিনি । তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা ও নবগ্রামের বিধায়ক কানায় চন্দ্র মন্ডল। তৃণমূলে যোগদান করে রবীন ঘোষ জানান দীর্ঘদিন থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে কংগ্রেস করতাম। কিন্তু রাজ্যে কংগ্রেস তার গ্রহণ যোগ্যতা হারিয়েছে। তাই উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ যেহেতু নির্বাচিত করেছে তাই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম।

বাগনানে বয়লার ফেটে জখম শ্রমিক

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: শনিবার বেলা ১২ টার সময় হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনানের মাদারি এলাকায় রাইস মিলে বয়লার ফেটে জখম হন ৮ জনের মতো শ্রমিক।বর্তমানে তিনজন শ্রমিক উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়।কারখানায় বিকট আওয়াজ করে বয়লার ফেটে যায়। সেই সময় ওই মিলেই কর্মরত ছিলেন আটজন শ্রমিক। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছান উলুবেড়িয়ার এসডিপি নিরুপম ঘোষ, বাগনান থানার আইসি অভিজিত দাস সহ দমকলের ২ টি ইঞ্জিন।

লাভপুরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা তৃণমূলের

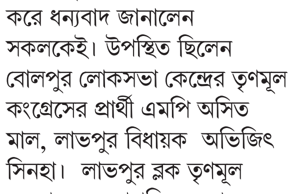

আমীরুল ইসলাম ● লাভপুর

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন ও নির্বাচনের ফলাফল শেষ হতেই প্রতিটি বুথে ও অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করায় আজ শনিবার লাভপুর ব্লক সমস্ত বুথ কর্মীদের নিয়ে হয়ে গেল ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা। এই সভায় প্রতিটি বুথ সভাপতি থেকে অঞ্চল সভাপতি সকলকেই উত্তরীয় পরিয়ে বৃক্ষ চারা ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করে ধন্যবাদ জানালেন সকলকেই। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এমপি অসিত মাল, লাভপুর বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা। লাভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী। ও বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব আব্দুল মান্নান সাহেব সহ অন্যান্য তৃণমূলের কর্মীবৃন্দ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

■ প্রবন্ধ: সাক্ষাৎকারময় স্মৃতিপটে, শেকড়সন্ধানী 'জীবন্ত ইতিহাসবিদ' গোলাম আহমদ মোর্তজা
■ নিবন্ধ: দোজখ-ই-পুর নিয়ামত: ইবনে বতুতার চোখে বাংলা
■ বিশেষ নিবন্ধ: তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার স্পিকার পদ চাই
■ ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
■ ছড়া-ছড়ি: লাব্বাঈক আল্লাহুম্মা লাব্বাঈক

রবি-আসর

সাক্ষাৎকারময় স্মৃতিপটে শেকড়সন্ধানী 'জীবন্ত ইতিহাসবিদ'
গোলাম আহমদ মোর্তজা

তিনি হলেন পশ্চিম বঙ্গ তথা উপমহাদেশের জনপ্রিয় খ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তা, চিন্তাশীল লেখক, শিক্ষাবিদ, বাগ্মী, বক্তা সম্রাট গোলাম আহমদ মোর্তজা। যিনি বাংলার ঘরে ঘরে' জীবন্ত ইতিহাসবিদ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। প্রথাগত ইতিহাসবিদ না হয়েও তিনি বাংলা ও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের বহু বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন।

লিখেছেন **এম ওয়াহেদুর রহমান**।

আমি তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ ২০১০ সালে সরকারি কোন স্থায়ী চাকরি না পাওয়ায় মালদহ জেলার এক অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সামসী কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সরকার অনুমোদিত আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছিলাম। এই কাজের নিরিখে আমি সামসী কলেজ মোড় সংলগ্ন জয়গুরু সিনেমা হলের পার্শ্ববর্তী বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে সম্ভবতঃ ১১ কিংবা ১২ তারিখে আমি ব্যক্তিগত কাজের জন্য বাড়ি এসেছিলাম।বাড়ি থেকে দুই দিন পর কলেজে ডিউটি করে ভাড়া বাড়িতে যাওয়ার সময় দেখি কলেজ মোড় সংলগ্ন একটি ফাঁকা মাঠে তাবলীগি জালসার আয়োজন। আর ঐ জালসার প্রধান বক্তা গোলাম আহমদ মোর্তজা। আমি ওয়াজ মাহফিলের নিকটস্থ একজন ব্যাক্তির বাড়িতে গোলাম আহমদ মোর্তজা র ব্যাক্তিগত গাড়ি এবং মেইন গেটে পাহারাদার রয়েছে।আমি বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে অবগত হয় মোর্তজা সাহেব শিলিগুড়ি থেকে জালসা করে চলে এসেছেন। রাত্রে তিনি এখানে বক্তব্য দেওয়ার পর বাড়ি ফিরে যাবেন। আমার উনাকে দেখার খুব ইচ্ছে জাগলো।তাই আমি মোর্তুজা সাহেবের ব্যাক্তিগত পাহারাদারের নিকটে উনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য বারংবার অনুমতি চাইলে ও উনি দেন নি। আমি বাধ্য হয়ে আমার পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজ বের করে লিখলাম ' আমি এম ওয়াহেদুর রহমান, বৌদ্ধিক তলোয়ার বইয়ের লেখক। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্ত আপনার পাহারাদার অনুমতি দিচ্ছেন না। ' আমি কাগজটি পাহারাদারকে দিয়ে পাঠালে মোর্তুজা সাহেব আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিলেন। আমি উনার ঘরে প্রবেশ করি, সালাম বিনিময়ের পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এম ওয়াহেদুর রহমান?
হ্যাঁ, আমি এম ওয়াহেদুর রহমান।
তবে আপনি আমাকে ' আপনি ' বলে সম্বোধন করবেন না।
কেন?
আমি আপনার ছেলে তুল্য বয়সের।
উনি মুঁচকি হেঁসে বললেন আরে আপনি বয়সে ছোট হলেও তো আমার মতই একজন লেখক।
আমি তো আপনার মত বড় ধরনের লেখক নই!
তাতে কি হয়েছে?
আমার অনুরোধে তিনি আমাকে আপনার পরিবর্তে তুমি করে সম্বোধন করতে লাগলেন।
তুমি প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ছাড়া আর কি লিখো?
নাটক।
তুমি কি কি নাটক লিখেছো?
সৈনিক ধর হাতিয়ার, খুনে রাঙা পথ, রক্তাক্ত ডায়েরী, উপহার, জনতার আদালত, শেষ বিচার, জীবন সায়াহ্নে ইত্যাদি।
রক্তাক্ত ডায়েরী ... মানে!
এটি আপনার রক্তাক্ত ডায়েরী বইয়ের অনুকরণে লিখেছিলাম।
বা : আমি খুব খুশি হলাম। তোমার কথা শুনে আমার মন ভরে গেল।
এরপর তুমি কি আমার বইয়ের উপর আর নাটক লিখতে চাও?
হ্যাঁ, মুসাফির উপন্যাসের উপর।
খুব সুন্দর কথা, তুমি চালিয়ে যাও। আমি তোমার পাশে রয়েছি।
আমাকে গোলাম আহমদ মোর্তজা নিজের ব্যাক্তিগত মোবাইল নম্বর দিয়েছিলেন এবং আমাকে ফোন করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন আমার মেমারিতে বেড়াতে এসো। কিন্ত আমি তিনি বেঁচে থাকাকালীন যেতে পারিনি। হঠাৎ করোনা আবহে ২০২১ সালের ১৫ এপ্রিল সকালে মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ খুললে দেখতে পাই গোলাম আহমদ মোর্তজা দুনিয়ার সকল মায়া মমতা ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছেন ....। এই খবর দেখার পর আমার ভীষণ কষ্ট হয়, মনে হচ্ছিল যেন আমরা হারিয়ে ফেললাম এক সত্যসন্ধানী - অনুসন্ধিৎসু নির্ভীক

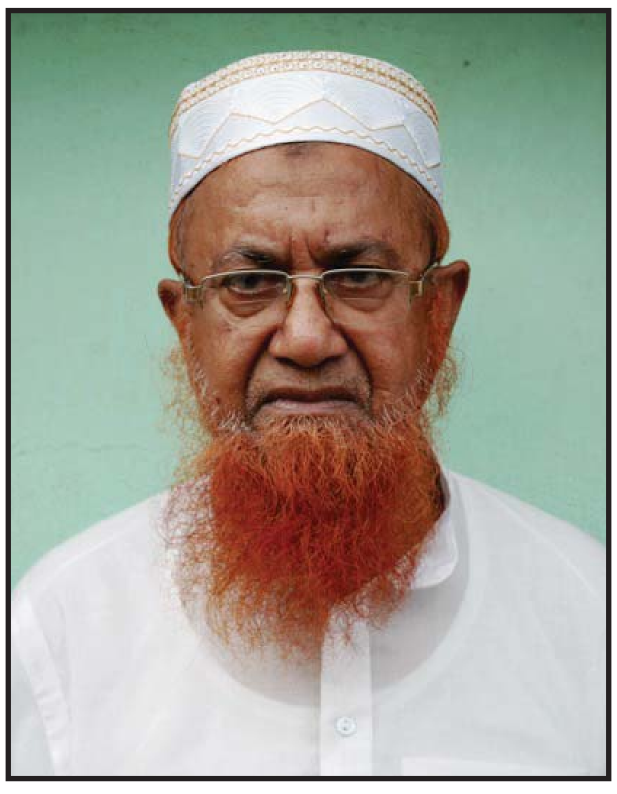

প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে। প্রসঙ্গত আমি সপ্তম শ্রেণিতে পাঠকালীন আমার জীবনে প্রথমবার হরিশচন্দ্র পুরের বালাপাথাড় ফুরকানিয়া আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার জালসায় গোলাম আহমদ মোর্তজা'র' বেড়া ' সম্পর্কিত বক্তব্য টি শোনাল পর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ছোট কালের মনের বাসনা ছিল হয়তো করুনাময় আল্লাহর অশেষ করুনায় একদিন তাঁর সঙ্গে আমার ব্যাক্তিগত আলাপ হবে।
আমি যার বর্ণনা করে চলেছি তিনি হলেন পশ্চিম বঙ্গ তথা উপমহাদেশের জনপ্রিয় খ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তা, চিন্তাশীল লেখক, শিক্ষাবিদ, বাগ্মী, বক্তা সম্রাট গোলাম আহমদ মোর্তজা। যিনি বাংলার ঘরে ঘরে' জীবন্ত ইতিহাসবিদ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। প্রথাগত ইতিহাসবিদ না হয়েও তিনি বাংলা ও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের বহু বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন।
বিশেষতঃ ভুলে যাওয়া কিংবা চাপা পড়া ইতিহাস কে পুনরাবিস্কারেতাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। এই জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করে একাধিক মূল্যবান ঐতিহাসিক বই প্রনয়ণ করেছেন। তিনি ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় পাঠকদের সামনে তুলে ধরে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন।
গোলাম আহমদ মোর্তজা ছিলেন স্বাধীনোত্তর বাংলার বাঙালি মুসলমানদের বলিষ্ট কণ্ঠ। তাঁর সাহস, ব্যাক্তিত্ব, ক্ষুরধার লেখনী, ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য ইত্যাদি মুসলিমদের মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। শৈশব ও কৈশোর থেকেইসাহসী, স্বাধীনচেতা মানসিকতার কারণেই তিনি মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজীবন তিনি মানুষকে সেই সাহস ও শক্তি জুগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মধ্যে ছিল তীব্র আত্মমর্যাদা বোধ। তাঁর এই আত্মমর্যাদার তাড়নায় বুঝি তাঁকে ইতিহাস চর্চায় বাধ্য করেছিল। তিনি যখন দেখলেন বিকৃত ইতিহাস চাপিয়ে দিয়ে মুসলিম ঐতিহ্য কে নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে তখনই তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তার প্রতিবাদ করে তুলে ধরেছেন সত্য তত্ত্ব সমৃদ্ধ ইতিহাস।
সাধারণত যারা ইতিহাস বিকৃত করে নতুন প্রজন্মের শিশু - কিশোরদের মধ্যে বিদ্বেষের গরল

তাঁর সাহস, ব্যাক্তিত্ব, ক্ষুরধার লেখনী, ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য ইত্যাদি মুসলিমদের মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। শৈশব ও কৈশোর থেকেইসাহসী, স্বাধীনচেতা মানসিকতার কারণেই তিনি মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজীবন তিনি মানুষকে সেই সাহস ও শক্তি জুগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মধ্যে ছিল তীব্র আত্মমর্যাদা বোধ। তাঁর এই আত্মমর্যাদার তাড়নায় বুঝি তাঁকে ইতিহাস চর্চায় বাধ্য করেছিল।

ঢালছিল তাদের তিনি যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন ' ইতিহাসের ইতিহাস' বইয়ের মাধ্যমে। কিন্ত তা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্ত তাতেও তাঁর অদম্য সাহস সমৃদ্ধ লেখনী থেমে থাকে নি, বরং তিনি একের পর এক বই লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হল - ইতিহাসের ইতিহাস, বজ্রকলম, সৃষ্টির বিস্ময়,অনন্য জীবন, রক্তাক্ত ডায়েরী, রক্তমাখা ছন্দ, এ সত্য গোপন কেন?,এ এক অন্য ইতিহাস, সেরা উপহার, পুস্তক সম্রাট, বাজেয়াপ্ত ইতিহাস, বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ, মুসাফির, ইতিহাসের বিস্ময়কর অধ্যায়, মহানবী মুহাম্মদ সা.,জাল হাদিস ইত্যাদি।
ইমাম- আলেম - ওলামা- হাফেজদের অর্থনৈতিক দুর্দশা তাঁকে ভীষণ ভাবে চিন্তিত করে তুলেছিলো। তাই তিনি গড়ে তোলেন যুগোপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ' মেমোরি জামেয়া মদীনাতুল উলুম '। তিনি এই মাদ্রাসায় চালু করেছিলেন ভোকেশনাল কোর্স। এছাড়াও তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা দান সর্বোপরি অন্ধদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের সুব্যাবস্থা করেছিলেন। গোলাম আহমদ মোর্তজা কেবলমাত্র দ্বীনি শিক্ষা নয়, আধুনিক শিক্ষার ও একান্তই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর হাতে গড়ে উঠেছে ' মামুন ন্যাশনাল স্কুল ', যা পশ্চিম বঙ্গের নামকরা কয়েকটি বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম। পবিত্র কোরআনের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি দুই বাংলার অর্থাৎ ভারত ও বাংলাদেশের পাঠকদের নিকটেসমানভাবেই সমাদৃত ছিলেন প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ গোলাম আহমদ মোর্তজা। তাঁর পুস্তক পাঠে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে পড়ে যায় পাঠক, কিন্ত তিনি এমন ভাবে তথ্য উপাত্ত করেছেন, তাতে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে ভারতের বর্তমান স্বনামধন্য ঐতিহাসিকদের।কিন্ত তাঁর মৃত্যুতে অবসান ঘটেছে একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদদের বর্ণাঢ্য জীবনের। আক্ষরিক অর্থেই ঘটেছে এক নক্ষত্র পতন।

দোজখ-ই-পুর নিয়ামত: ইবনে বতুতার চোখে বাংলা

আহমেদ দীন

১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করলেন তরুণ। কাবুল, পেশোয়ার এবং মুলতান হয়ে সোজা রাজধানী দিল্লি সুলতানের দরবারে। গায়ে বিদেশী পোশাক থাকলেও আচরণে অসংকোচ। বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। মসনদে বসা সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক তাকে দিলেন লোভনীয় কাজির পদ। কিন্তু স্থির হবার স্বভাব যে তার নেই; বরং বুকে বিশ্ব দেখার তাড়না। কয়েক বছরের মাথায়ই তাই নেমে গেলেন পথে। পরবর্তী জীবনে ঠিকই রেখে যান ভারতের রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি নিয়ে প্রত্যক্ষ দলিল। নির্ভরযোগ্য জ্ঞান আহরণের জন্য ঐতিহাসিকরা তার দ্বারস্থ হয় এখনও।
মূল নাম শেখ আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ; জনমানসে ইবনে বতুতা বলেই সমধিক পরিচিত। মরক্কোর তাঞ্জিয়ার শহরে ১৩০৪ সালে জন্ম নেয়া শিশুর বাবা-মা হয়তো ভাবতেও পারেনি সন্তানের বুকে পৃথিবী দাবড়ে বেড়ানোর জন্য অদম্য তৃষ্ণা। মাত্র একুশ বছর বয়সেই ঘর থেকে বের হয়েছেন পথে। ভয়াল মরুভূমির উত্তপ্ত ঝড়, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, দুর্বৃত্তের নির্যাতন, রোগ-ব্যাধি এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা- কী না মোকাবেলা করতে হয়েছে! সবকিছু পেছনে ফেলে স্বপ্নাবিষ্টের মতো দেশ থেকে দেশ ঘুরে ফিরেছেন তিনি। ১৩২৫ থেকে ১৩৫৪ সাল অব্দি প্রায় ত্রিশ বছরে অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫,০০০ মাইল! নিঃসঙ্গ যাত্রার অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছেন অমর গ্রন্থ 'তুহফাতুন নুজ্জার ফি গারাইব আল আমসার ওয়া আজাইবুল আফসার'-এ।

বাংলায় নোঙর

ইবনে বতুতা বাংলায় প্রবেশ করেন ১৩৪৬ সালে। বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের নাম তখন সুদকাঁও। বিদেশী বণিকদের কাছে চট্টগ্রাম অপরিচিত ছিল না। যা-ই হোক, চট্টগ্রাম থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী হয়ে দেখা করতে যান কামরূপের (বর্তমান সিলেট) বিখ্যাত সুফি শেখ জালাল উদ্দীনের (হযরত শাহজালাল মুজাররেদ-ই ইয়ামেনি) সাথে। গ্রহণ করেন তিন দিনের আতিথ্য। অতঃপর মেঘনা নদী হয়ে প্রথমে হবিগঞ্জ এবং পরে সোনারগাঁও শহরে পৌঁছেন ১৩৪৬ সালের ১৪ই আগস্ট। এই যাত্রায় সময় লেগেছিল ১৫ দিন। সবিশেষ সোনারগাঁও থেকে সমুদ্রগামী জাহাজে করে রওনা দেন জাভার উদ্দেশ্যে।
ইবনে বতুতা বাংলায় অবস্থান করেন পৌনে দুই মাসের মতো। জুলাই এবং আগস্ট মাস। ভ্রমণের সিংহভাগই ছিল নদীপথ। বাংলার জনজীবনকে তিনি প্রধানত নদীর বুক থেকেই দেখেছেন। তারপরেও বর্ণনায় শহুরে জনপদের অবস্থা বিম্বিত হয়। বিম্বিত হয় বাজার ব্যবস্থা, সামাজিক রীতি নীতি এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের বিবর্তন। বলতে গেলে, ঐ সময়ের বাংলার ইতিহাস অধ্যয়নে ইবনে বতুতাই প্রধান অবলম্বন।

ভৌগোলিক বিবরণ

ইবনে বতুতার লেখায় বাংলার চারটি স্থান এবং তিনটি নদীর নাম খুঁজে পাওয়া যায়। স্থানগুলো সুদকাঁও, কামরু, হবংক এবং সুনুরকাঁও; অন্যদিকে নদীগুলো গঙ্গা, যুন এবং নাহরুল আজরাক। সুদকাও বলতে বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর এবং নগরীকে বোঝানো হয়েছে। কামরু আসলে কামরূপের বিকৃত রূপ। ইবনে বতুতা কামরূপের জনগনের শ্রম এবং ধৈর্যশীলতার প্রশংসা করেছেন। হবংক বর্তমানে হবিগঞ্জ শহরের ১০ মাইল দক্ষিণে হবঙ্গটিলা নামে অভিহিত। আর সোনারগাঁও মেঘনা নদীর তীরে তৎকালীন বিখ্যাত রাজধানী।
চট্টগ্রামের কাছে গঙ্গা নদীর কথা বলেছেন ইবনে বতুতা। বর্তমানে পদ্মা নদীই গঙ্গা। লখনৌতির সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগ ছিলো এই জলপথেই। গঙ্গার সাথে আবার মিলিত হয়েছে যুন বা যমুনা নদী। যমুনা আর ব্রহ্মপুত্র অভিন্ন। এই যমুনা হয়েই ইবনে বতুতা কামরূপ গিয়েছিলেন। নাহরুল আজরাক বলতে বোঝানো হয়েছে মেঘনা নদীকে। দুই তীরে গ্রাম, বাগান এবং পানিকল। মিশরের নীলনদের পরে বাংলাতেই তিনি পানিকলের ব্যবহার দেখতে পান।

রাজনৈতিক চালচিত্র

সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ পূর্ববাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। ১৩৩৮ থেকে ১৩৫২ সাল অব্দি তার রাজত্ব ছিল। তার আমলেই ইবনে বতুতা বাংলায় অবতরণ করেন। কিন্তু ফখরুদ্দিন লখনৌতির সুলতান আলি শাহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় দেখা করা হয়ে ওঠেনি।
বর্ণনায় দেখা যায়, সুলতান ফখরুদ্দিন নৌশক্তিতে বলিয়ান ছিলেন। ফলে আক্রমণের জন্য তিনি বেছে নিতেন বর্ষা এবং শীতকালকে। অন্যদিকে আলি শাহের পদাতিক বাহিনী শক্তিশালী। গ্রীষ্মকালকে আক্রমণের জন্য প্রশস্ত সময় মনে করতেন তিনি। উভয়ের মধ্যেকার সংঘর্ষের কারণও তুলে ধরেন ইবনে বতুতা। লখনৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান নাসিরউদ্দীন। তার বংশধর গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর বুরকে হত্যা করে দিল্লির সুলতান মাহমুদ আত্মীয় বাহরাম খানকে লখনৌতির মসনদে বসান। সেনাবাহিনীর হাতে বাহরাম নিহত হলে ক্ষমতা দখল করে নেন আলি শাহ। ফখরুদ্দিন তখন চট্টগ্রামে এবং নাসিরউদ্দিন তার পূর্বপুরুষ। পূর্ব পুরুষের মালিকানা আলি শাহের হাতে চলে যাবার দরুণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ফখরুদ্দিন। ইবনে বতুতা বাংলার সুলতানকে সুশাসক এবং পীর দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবান হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

সুফিবাদ এবং ইসলাম

বাংলায় তখন সুফিবাদের প্রভাব তুমুল। সুলতান থেকে জনসাধারণ অব্দি তাদের শ্রদ্ধা করতেন। মেঘনা নদী পারাপারে দরবেশেদের 'পারানি' লাগতো না। হবংক শহরে সন্ন্যাসী প্রবেশ করতে হলে দিতে হতো আধ দিনার। ক্রোধের কারণ হয়ে উঠলে সুফিদের মৃত্যুদণ্ড দানের নজিরও কম নেই। সঈদা নামে এক ফকির চট্টগ্রামের নায়েব ছিলেন। পরে ক্ষমতার লোভে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ক্রুদ্ধ সুলতান তাকে পরাজিত এবং সংশ্লিষ্ট সাধুদেরসহ প্রাণদণ্ড প্রদান করেন। বাংলার দরবেশদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ইয়েমেনের শেখ জালালউদ্দিন। বর্তমান সিলেটে তার মাজার অবস্থিত। ইবনে বতুতা তার শারীরিক বিবরণ, পোশাক, জীবনযাপন পদ্ধতি, অলেকিক মাহাত্ম্য, অতিথিসেবাপরায়ণতা এবং খানাকাহ শরিফের পরিচয় তুলে ধরেছেন। শেখ জালালউদ্দিন বাস করতেন গুহায়; সামনে আস্তানা-কুটির ছিল শিষ্য ও ভক্তদের জন্য। পশমের পোশাক জড়িয়ে লম্বা পাতলা গড়নের দৃঢ় মানুষ। ইবনে বতুতার আগমনের খবর কারো জানার কথা না। অথচ শেখ জালালউদ্দিন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য চারজন শিষ্য প্রেরণ করেন। দুদিনের দূরত্ব অতিক্রম করে শিষ্যরা ইবনে বতুতাকে বরণ করে নিয়ে আসে। ঘটনাটি বিস্মিত করে তাকে। এখানেই শেষ না। শেখ জালালউদ্দিনের পোশাক দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমন একটা পোশাক চাচ্ছিলেন মনে মনে। কিন্তু সংকোচে প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি। বিদায় মুহূর্তে দরবেশ তাকে অবাক করে দিয়ে সেই পোশাক দান করেন। এছাড়া কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন শাহজালাল; যা পরে চীনে গেলে সত্যে পরিণত হয়। চীনদেশে শেখ বুরহানউদ্দিনের গায়েও তিনি দেখতে পান অনুরূপ পোশাক।

সামাজিক সংস্কৃতি

বাংলার মানুষের জীবনের গভীরে ঢোকার সময় হয়ে ওঠেনি ইবনে বতুতার। তবুও প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে অনেক কিছু। কামরূপের মুসলিম আধিপত্য বিস্তার ও ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্য শেখ জালালউদ্দিনের অবদান ছিল প্রবল। বাংলা জুড়েই সুফি দরবেশেদের প্রচার প্রচারণা খুব সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। কামরূপ যাবার পথেই গঙ্গায় তিনি হিন্দুদের তীর্থযাত্রা ও তীর্থস্নান দেখেছেন।
ইবনে বতুতা মাত্র এক স্বর্ণ দিনারে আশুরা নামে পরমা সুন্দরি দাসী ক্রয় করেন। তার সহযাত্রী অল্প বয়স্ক ছেলেকে কিনেছিল দুই স্বর্ণ দিনারে। অর্থাৎ সেই সময়ে বাংলায় দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সেই দাসপ্রথা অনেকটা গেরস্থালি বিষয় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। জাদু আর যোগবিদ্যার জন্য কামরূপ বা কামাখ্যা বরাবরই প্রসিদ্ধ। এখনও জনসমাজে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত। ইবনে বতুতা কামরূপের সেই জাদুর প্রসঙ্গে বলতে ভুল করেননি। পরবর্তীতে আরেক ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই আকবরি'-তেও কামাখ্যার জাদু এবং প্রয়োগকৌশল নিয়ে আলোচনা আছে।

সুলভ পণ্য

বাংলার মতো আর কোথাও এত সস্তায় ধান ও চাল বিক্রি হতে দেখেননি ইবনে বতুতা। বাজারে তখন এক রৌপ্য দিনারে ২৫ রতল চাল পওয়া যেত। দিল্লির এক রতল ১৪ সেরের সমান। সেই হিসাবে এক রৌপ্য দিনারে চালের পরিমাণ ১৪*২৫ = ৮মণ ৩০ সের। মিশরীয় মুদ্রা দিরহাম তখন ভারতে প্রচলিত ছিলো। এক দিরহামে পাওয়া যেত আটটি মোটাসোটা মুরগি কিংবা ১৫টি পায়রা। হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার দাম ২ দিরহাম। ইবনে বতুতা পণ্যের যে মূল্য উল্লেখ করেছেন; তাকে নিম্নরূপে তালিকাবদ্ধ করা যায়।
স্বভাবতই বাংলার সুলভ মূল্যের কথায় সমৃদ্ধির ধারণা আসা সম্ভব। বস্তুত বাংলার দারিদ্র আর লাঞ্চনা মোটেও কম ছিল না। দাসপ্রথার প্রচলনই প্রমাণ করে দাসত্ব বরণের মতো অতটা নিচু অবস্থানেও মানুষ ছিল। এক রৌপ্য দিনারে প্রায় নয় মন চাল পাওয়া যাচ্ছে কথাটা সত্য। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, সাধারণ মানুষের হাতে কখনো এক দিনার বা দিরহাম আসতো না। হয়তো তামাম জীবন কেটে যেত কড়ি নিয়ে। ইবনে বতুতার কাছে যা সস্তা; বাংলার মানুষের কাছে তা চড়া হওয়া অসম্ভব না।

বাণিজ্য

আন্তঃবাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের ইঙ্গিত আছে লেখায়। মেঘনা নদীতে ইবনে বতুতা দেখেছেন অজস্র নৌকার পারাপার। স্থানীয় হাট-বাজারের সংখ্যাও ঢের। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল বেশ রমরমা। মানুষ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে গিয়ে থিতু হতো। সোনারগাঁও থেকে চীন দেশীয় চেপ্টা সমুদ্রপোতে করে তিনি যাত্রা করেন জাভায়। তাতে বোঝা যায়, জাভা আর চীনাদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মালদ্বীপে থাকা অবস্থায় বলেছেন, এখানকার মানুষ সামুদ্রিক কড়ি সংগ্রহ করে বাংলাদেশ থেকে তার বিনিময়ে চাল আমদানি করতো। এক স্বর্ণ দিনারের মান চার লক্ষ কড়ি। বাংলাদেশেও তখন কড়ির সাহায্যে লেনদেন হতো। ফলে মালদ্বীপ আর জাভার সাথে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। জাভার পথে বরাহনগর দ্বীপে বাংলাদেশ এবং জাভা থেকে আগত কয়েকটি মুসলিম পরিবারকে বাস করতে দেখেন তিনি। সেখানকার রাজাকে উপহার দেন বাংলার বস্ত্র।

অবশেষ

ইবনে বতুতা খোরাসানবাসীর প্রসঙ্গ টেনে বাংলাকে অভিহিত করেছেন দোজখ-ই-পুর নিয়ামত; অর্থাৎ প্রাচুর্যপূর্ণ দোযখ। বাংলার আবহাওয়া মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা কিংবা অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রচণ্ড প্রতিকূল। তার উপরে আছে নদীর প্রাধান্য। বর্ষার পানি আর শীতের কুয়াশা অসহনীয়। জলপথ ব্যবহার না করে ভ্রমণ কিংবা অভিযান অসম্ভব। বাংলায় আসাকে অনেকেই রীতিমতো ভয় পেতেন এজন্য। অথচ বাংলার ভূমির উর্বরতা ও সমৃদ্ধি ছিল অতুলনীয়। একবার থিতু হলে ফেরত যেতে চাইতো না কেউ। বাংলা যেন দোজখের পরিবেশ নিয়ে এক নিয়ামতপূর্ণ নগরী।
নিজের দেশে প্রত্যাবর্তনের দুই বছর পরে ১৩৫৬ সালে ভ্রমণকাহিনী লেখা সমাপ্ত করেন ইবনে বতুতা। ১৩৭৮ সালে ৭২ বছর বয়সে মরক্কোর ফেজ নগরীতেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তার রচনা চতুর্দশ শতকের পৃথিবীর চিত্র আধুনিক মানুষের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। তুলে ধরেছে নদীবিধৌত বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা। মন্তব্যগুলো অতি সংক্ষিপ্ত এবং সীমিত হলেও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস রচনার উপকরণ হিসাবে তার লেখার মূল্য অপরিসীম।

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার স্পিকার পদ চাই

মুদাসসির নিয়াজ

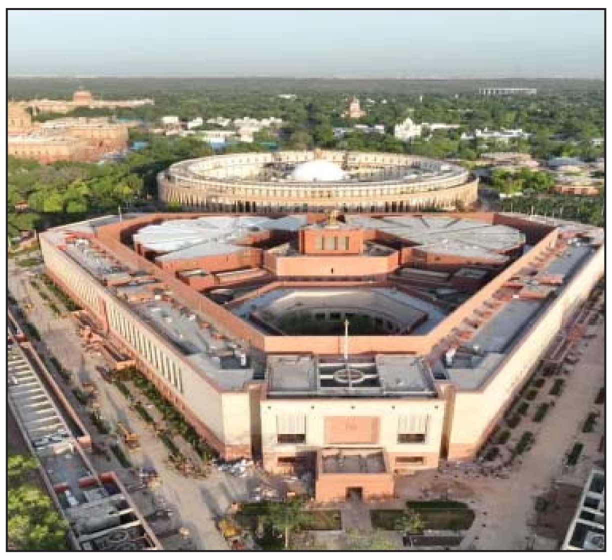

লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে এতকাল শোনা যেত, উত্তরপ্রদেশ যার, কেন্দ্র তার। এবার শোনা যাচ্ছে,স্পিকার যার, কেন্দ্র তার। এই নতুন ট্যাগলাইনের কারণ, এবার উত্তর প্রদেশে বিজেপির সুনামি হয়ে গেছে। তাই কেন্দ্র সরকারের উৎসমুখ বদলে গেছে। এমনিতেই অলিখিত নিয়ম হল কেন্দ্রে যে দল বা জোট ক্ষমতায় থাকে, তাদের নির্বাচিত সংসদ কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে স্পিকার হন। কিন্তু এবার পরিস্থিতি বেশ জটিল। তবুও সোমবার মন্ত্রক বন্টনে দেখা গিয়েছে ‘বিগ-৪’ তো বটেই, অন্যান্য হাইপ্রোফাইল মন্ত্রকও বিজেপির হাতেই। কিন্তু স্পিকারও কি তাদেরই হবেন? নাকি শরিকি চাপ ফ্যাক্টর হয়ে উঠবে? এ নিয়ে দিল্লির দরবারে এখন জল্পনা কল্পনা তুঙ্গে। কোন বানেগা স্পিকার -- এটাই এখন লক্ষ ডলারের প্রশ্ন। এনডিএ-তে বিজেপির (২৪০) পরেই সবচেয়ে বেশি সাংসদ টিডিপি-র (১৬)। তাই টিডিপি শুরু থেকেই স্পিকার পদের জোরালো দাবি জানিয়ে আসছে। এটা তাদের প্রাপ্য। তবে টিডিপির স্পিকার বিষয়টা ১৯৯৯ সালের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ১৯৯৬ সালে ১৩ দিনের সরকারের পতনের পর অটল বিহারী বাজপেয়ী ২০ মার্চ, ১৯৯৮ দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেন। ১৩ দলের সেই জোট সরকারের নাম ছিল ইউনাইটেড ফ্রন্ট। কিন্তু সেই সরকারও বেশিদিন টেকেনি। আনলাকি থার্টিন এর গেরোয় পড়ে অর্থাৎ ১৩ দলের মিলিজুলি সরকার ১৩ মাসের মাথায় মুখ থুবড়ে পড়ে। সেবার বাজপেয়ী সরকারের পতন হয়েছিল একটি মাত্র ভোটের জন্য। সেই নির্ণায়ক ভোটটা দিয়েছিলেন ওড়িশার বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ গিরিধারি গোমাঙ্গ। অথচ মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন। তবু তাঁকে ভোট দিতে দিয়েছিলেন লোকসভার তদানীন্তন স্পিকার জিএমসি বালাযোগী। ঘটনাচক্রে বালাযোগী ছিলেন টিডিপি দলেরই সাংসদ। ২৪ মার্চ ১৯৯৮ থেকে আমৃত্যু তিনি লোকসভার স্পিকার পদে ছিলেন। ২০০২ সালের ৩ মার্চ বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। সেদিন তাঁর একক সিদ্ধান্তের কারণেই পতন হয়েছিল বাজপেয়ী সরকারের। ঠিক তার ২৫ বছর পরে ফের সেই টিডিপি-ই স্পিকার পদে নিজেদের দলীয় প্রার্থীকে নিয়োগ করতে মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে এখন। যদিও বিগ-ফোর এর মতোই স্পিকার পদও নিজেদের হাতে রাখতে সর্বাত্মক কোশেস চালাচ্ছে বিজেপি। এখনও অবশ্য চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি। যে কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে সেই বহু আকাঙ্খিত নাম রাষ্ট্র হবে।

অদূর ভবিষ্যতে জোড়াতাপ্পি দেওয়া মোদির এনডিএ সরকারে তীব্র সংকট ঘণীভূত হলে, তখন যদি চন্দ্রবাবু নাইডু ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে হাত মেলায়, সেক্ষেত্রে স্পিকার পদ তাদের মুঠোয় থাকলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে মোদি-শাহদের। কারণ, রাজনীতি হল সম্ভাবনাময় শিল্প। যে কোন অজানা মুহূর্তে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে যেতে পারে পাশার ঘুঁটি। তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে মোদীর সাধের সাজানো ঘর। সেটা আঁচ করেই দুঃসময়ের কথা মাথায় রেখে স্পিকার পদ নিয়ে টিডিপির সঙ্গে বেজায় দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে বিজেপির।

ইতিমধ্যে গেরুয়া শিবিরের তরফে স্পিকার পদের মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন দগ্গুবতী পুরন্দেশ্বরীর নাম। এই মহিলা সাংসদ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত সাংসদ। সম্পর্কে তিনি আবার চন্দ্রবাবু নাইডুর শ্যালিকা। রসায়ন আর খুলে বলার দরকার নেই। দাক্ষিণাত্যের আঞ্চলিক দল টিডিপি-র অন্যতম সফল নেতা এন চন্দ্রবাবু নাইডুকে সামাল দিতে পুরন্দেশ্বরীর নাম বাতাসে ভাসিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে বিজেপি। যদিও টিডিপি কিন্তু দোগগুবতীকে দিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে নারাজ। টিডিপি নিজের মেয়েকেই চায়। তাই তারা দোগগুবতীর নামে রণে ভঙ্গ দিতে রাজি নয়।

এই লড়াইয়ে রয়েছেন নীতীশ কুমারও। তিনিও চাপ অব্যাহত রেখেছেন। আসলে টিডিপি বা জেডিইউ চাইছে স্পিকার পদ পকেটস্থ করে নিজেদের দলকে অটুট রাখতে। অর্থাৎ আগামী দিনে যদি তাঁদের দলের সাংসদদের বিজেপি ভাঙিয়ে নিতে চায়, তাহলে দলবিরোধী আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারবেন তাদের ঘরেলু স্পিকার। কারণ, অপারেশন লোটাস খ্যাত মোদি-শাহকে কোনও বিশ্বাস নেই। এর আগে নীতীশের দলের আর.পি সিংহকে ভাঙিয়ে নিয়েছিল বিজেপি। তাই নীতীশ ও নাইডু এখন সন্তর্পণে এগোচ্ছেন। কারণ, মন্ত্রক বন্টনে তারা যারপরনাই হতাশ হয়েছেন। তাই এবার তারা সুদে আসলে তুলে নিতে চান। শেষমেষ হয়ত ভাঙবেন, কিন্তু মচকাবেন না। এমনই তাদের ধনুক ভাঙ্গা পণ। তাই স্পিকার ইস্যুতে বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী ছাড়তে নারাজ তারা। অগত্যা নাছোড়বান্দা নীতি নিয়েছেন। উভয় পক্ষের কাছেই এটা প্রেস্টিজ ইস্যু। যে কোনো মূল্যে মান রক্ষা করতেই হবে।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

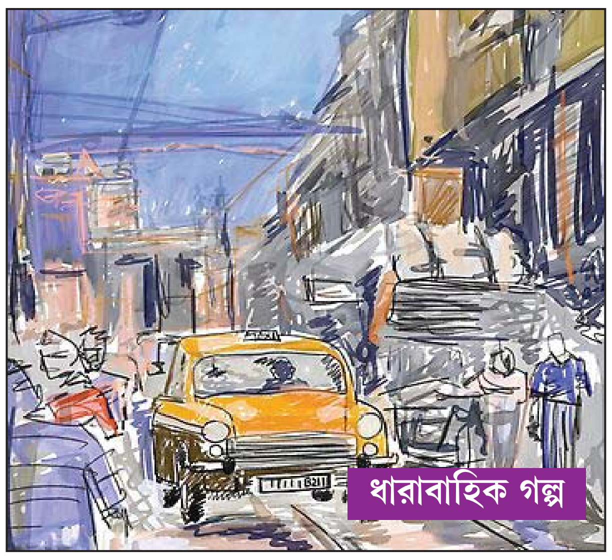
ধারাবাহিক গল্প

পাঁচ

রায়হান ছুটে চলে চাকুরীর পেছনে। আর চাকুরী তাকে দেখে পালায় দূরে-বহু দূরে। রায়হান ছোটে সেও ছোটে। রায়হান দাঁড়ায়- সেও দাঁড়ায়। এ যেন চোর- পুলিশ খেলা। কখনও তার নাগালই পায় না। যেখানে যায় সেখানেই ‘কর্ম খালি নাই’ নামক পাষাণ সাইনবোর্ডটি নজরে পড়ে। এভাবে নেই দেখতে দেখতে নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয় তার।

দুপুরের কড়া রোদ্দুর। আকাশে বিন্দু বিসর্গও মেঘের আনোগোনা নেই। যাতে বোঝা যায়, ছায়ামত পৃথিবী ক্ষণেকের জন্যে শহরবাসীর কাছে ধরা দিয়েছে। সকাল থেকে তিনটি অফিসে যেয়ে চাকুরীর সন্ধান না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত মন নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়। পকেটে কোন টাকা নেই যে রিক্সায় যাবে। বাধ্য হয়ে হাঁটতে থাকে রাস্তার পাশ দিয়ে। হঠাৎ একটি লাল রঙের প্রাইভেটকার পেছন থেকে ধাক্কা দেয় রায়হানকে। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাস্তার ওপর। ড্রাইভার অনেক চেষ্টা করেও ব্রেক কন্ট্রোল করতে পারেনি। তবুও যেটুকু সে করেছে তাতে খুব বেশি আঘাত লাগেনি রায়হানের।

ইতিমধ্যে অনেকে জড়ো হয়েছে। একজন মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে রায়হানের দিকে এগিয়ে যায়।

‘আরে লোকটারতো দেখি মাথা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে! ভাই ইনাকে একটু ধরে আমার গাড়িতে তুলে দেন।’ মেয়েটি অসহায়ের মতো কথাটি বলল জড়ো হয়ে থাকা মানুষগুলোকে উদ্দেশ্য করে। সবাই ধরাধরি করে রায়হানকে গাড়িতে তুলে দিলে সে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

‘কি আঙ্কেল, তেমন সিরিয়াস কিছু?’ হাসপাতালের ডাক্তারকে প্রশ্ন করে মেয়েটা।

‘না না মা; ঘাবড়াবার তেমন কিছু নয়। তবে মাথায় একটু চোট লেগেছে। অবশ্য সিরিয়ারভাবে লাগেনি। তুমি কোন চিন্তা করো না। শরীর থেকে রক্ত ঝরেছে বেশ। নার্সকে বলে দিয়েছি, এতক্ষণে হয়তো রক্তের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দু’জনের কথার ভেতরে নার্স এসে বলল, ‘স্যার রোগীর রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ। এই গ্রুপের রক্ত আমাদের ক্লিনিকে নেই।’

ডাক্তার চিন্তিত হয়ে বলল, ‘তাই নাকি! তাহলে একটু সমস্যাই হয়ে গেলো। এখন কি করা যায় কিছুইতো ভাবতে পারছি না। আচ্ছা ব্লাডব্যাংকে কী খোঁজ নিয়েছো?’

‘জ্বী স্যার; নিয়েছি। কোথাও পাইনি।’

‘আঙ্কেল, আমার রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ। যত রক্ত লাগে আমার শরীর থেকে নিন।’

‘না না; তা সম্ভব নয়।’

‘আঙ্কেল প্লিজ ওনাকে বাঁচান।’

‘আমিতো চেষ্টা করছি। কিন্তু....’

‘কোন কিন্তু নয়। আপনাকে রক্ত নিতেই হবে। না নিলে ওনার যদি কিছু হয়ে যায়!’

‘তোমার বাবা যদি জানতে পারে তাহলে?’

‘আঙ্কেল রক্তটা আমার; বাবার নয়। তাই বলছি আর দেরি না করে জলদি রোগীকে বাঁচান। আমার অনুরোধ ফেলবেন না দয়া করে।’

‘ঠিক আছে; তুমি আসো আমার সাথে।’

মেয়েটাকে নিয়ে ডাক্তার তার চেম্বারের দিকে রওনা দেয়।

মেয়েটা রায়হানকে হাসপাতালে রেখে কোথাও যায়নি সেই থেকে। সারাক্ষণ থাকে মাথার পাশে। অচেনা এই লোকটাকে বাঁচাতে তার কী অক্লান্ত পরিশ্রম! সাধারণত বড়লোকের মেয়েরা এমন হয় না। একজন আহত পথিককে নিজের শরীর থেকে রক্ত দেয় না! এই মেয়েটা শুধু ব্যতিক্রম।

‘আমি কোথায়? এখানে কিভাবে এলাম?’ জ্ঞান ফিরে এলে আহত স্বরে রায়হান বলল।

‘আপনি এখন হাসপাতালে। আমার গাড়িতে এক্সসিডেন্ট করেছিলেন। আমি নতুন ড্রাইভ শিখেছি তাই এক্সসিডেন্টটা হয়েছে এজন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।’ মেয়েটা হাত কচলাতে কচলাতে কথাগুলো বলল।

‘না না; এতে দুঃখিত হবার কি আছে। আমার কপালটা অনেক আগে থেকে ফাঁটা। সেটা এতদিন লুকানো ছিল। আজ না হয় আপনার গাড়ির ধাক্কায় সবার সম্মুখে প্রকাশ পেলো।’

‘না মানে; আমার জন্যেইতো আপনার এমন হলো। আমি যদি গাড়িটা ঠিকমত চালাতাম তাহলে এমন হতো না। শুধু আপনার জীবন থেকে একটা দিন নষ্ট করলাম। তাছাড়া....’

মেয়েটিকে কথা শেষ না হতেই রায়হান বলল, ‘বেকার মানুষের আবার সময়ের মূল্য? হাসালেন।’

‘সে যাক, আপনি কোথায় যাবেন বলুন। বাড়িতে যারা আছে তারা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে আপনার জন্যে। আমি তাদের খবর দেবার ব্যবস্থা করি।’

‘বাড়ি! আমার কোন বাড়ি নেই। থাকি এক বন্ধুর কাছে।’

‘তাহলে চলুন আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।’

‘ধন্যবাদ আপনাকে। আমার জন্যে যা করেছেন তার জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি নিজেই যেতে পারবো। দয়া করে আপনার কাছে আমার ঋণের বোঝা আর বাড়াবেন না। আপনার এ মহত্বের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।’

‘মনেতো রাখতেই হবে বাবা। তোমার শরীরে যে ওর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।’ আকস্মিক ডাক্তার এসে বলল কথাটি।

বিস্মিত রায়হান বলল, ‘এ আপনি কি বলছেন? ওনার শরীরের রক্ত আমার শরীরে!’

‘হ্যাঁ বাবা; এটাই সত্যি। এক্সিডেন্টের পরে যত সময় যাচ্ছিলে ততই তোমার অবস্থার অবনতি হচ্ছিলো। ও নেগেটিভ রক্ত কোথাও পাওয়া যাচ্ছিলো না। সময় মতো মামনি রক্ত না দিলে তোমাকে বাঁচানো যেতো কিনা ঈশ্বরই জানেন।’

‘আপনার কাছে যে আমি চির ঋণী হয়ে গেলাম। কী দরকার ছিলো আপনার মূল্যবান রক্ত আমার মতো একজন ছন্নছাড়াকে দিয়ে দুনিয়ার জ্বালা বাড়িয়ে দেবার?’ উঠে বসে রায়হান।

‘আপনার শরীরের রক্ততো আমিই ঝরিয়েছি। আমার রক্ত দিয়ে সে ঋণের বোঝা কিছুটা হালকা করলাম।’

‘ভালোই করেছেন ঋণমুক্ত হয়ে। গরীবের কাছে বড়লোকেরা কখনও ঋণি থাকে না। আপনি-ই বা থাকবেন কেন?’

‘না মানে; আমি ঠিক একথা বলতে চাইনি।’ কাচুমাচু করে বললো মেয়েটি।

‘আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারিনি এর জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিন।’

‘আপনি ক্ষমা চাচ্ছেন কেন? দোষতো আমারই। ক্ষমা তো চাওয়ার কথা আমার।’

চলবে...

টকাই ও একটি প্রশ্ন

শংকর সাহা

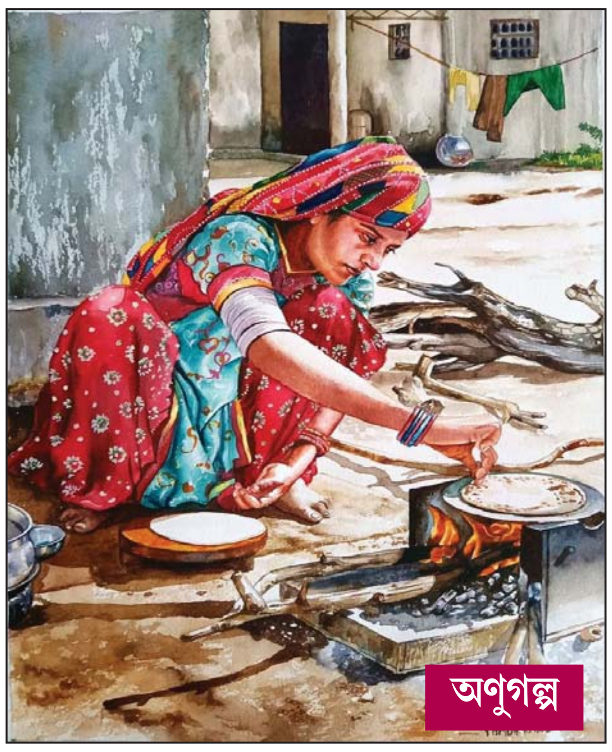
অণুগল্প

সেদিন স্কুল থেকে ফিরেই মা মা বলে চিৎকার করে বাড়িতে আসে টকাই। পাশেই রান্না ঘরে খই ভাঁজছিল বিনোদিনী। ছেলের চিৎকার শুনেই উদ্ধশ্বাসে বাইরে বেরিয়ে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে,

’কি হলো টকাই? এমন করে মা মা বলে ডাকছিস?’

মার পাশে বসে টকাই বলে, ‘ মা , ভোট কি গো?’ কাল স্কুলের মাঠে অনেক বড় বড় লোক আসবে।হেড স্যর বলেছেন কাল স্কুল যেতে হবে না। ও মা,ভোট কি গো?’

’ ও তুই বুঝবি না টকাই? এতটুকু বয়সে এগুলো জানতে নেই ।’

“ হাত ধুঁয়ে আয়? খেতে দেবো তোকে।“

পরের দিন সকালে উঠে কাজে যাবার আগে ছেলেকে বারে বারে নিষেধ করে বিনোদিনী বলে,”টকাই,আজ স্কুলের মাঠে যাসনে বাবা? ওতো লোকের মাঝে তুই হারিয়ে যাবি?”

মার কথায় কর্ণপাত করেনা বছর সাতের ছোট্ট টকাই। তাই মা বড়বাড়িতে কাজে গেলে স্কুলের মাঠে ছুটে যায় সে।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসে কিন্তু টকাই ফেরেনা। ছেলের জন্যে উৎকণ্ঠায় একবার ঘর আর বাহির করতে থাকে বিনোদিনী। অপরাহ্নের আলো পড়তেই টকাই বাড়ি ফিরে আসে।বাড়ি ফিরে এসেই মাকে ডেকে বলে,”

মা,আমায় খেতে দাও?খুব ক্ষিদে পেয়েছে?’

“দেখো ছেলের কান্ড,এতক্ষণ কোথায় ছিলি বাবা?”

“বলছি,খেতে দাওতো?’

ভাত খেতে খেতে টকাই মার দিকে চেয়ে বলে, “ জানো মা,আমরা না আর গরীব থাকবো না? তোমাকেও আর কষ্ট করে ওই বাড়িতে কাজ করতে হবেনা?’

“ মানে,কি বলছিস এইসব ?”

“ হাঁ মা।জানতো আজ স্কুলের মাঠে গেছিলাম।কত্ত লোক।কত্ত গাড়ি।ওখানেই একজন মাইক হাতে নিয়ে বললো ভোট দিলে আর কারো কষ্ট থাকবে না।“

“মা,ওমা মা....ভোট কি গো! টাকা বুঝি?”

ছোট্ট টকাইয়ের প্রশ্নের উত্তর সেদিন জানাছিলোনা বিনোদিনীর। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে শুধু ছেলের দিকে...

অবহেলা

অশোক কুমার হালদার

একান্ত অবহেলিত ও আশ্রয়হীন
পথে দাঁড়িয়া রয়েছে নিতান্ত দীনহীন
প্রচন্ড উদ্বিগ্ন দেহ-অঙ্গ ক্ষীণ
দেশের নাগরিক হয়েও উদাসীন।
নাজুক দেহ নিয়ে নাজেহাল
নানা বিধ রূপে কাটে কাল,
তবুও জীবনে এমনি হাল।
এটা তো রঙ্গ মঞ্চে নাটকের বিষয় নয়
সমাজ জীবনে বাস্তব চিত্র হয়।
আছে কল্পিত অভাবের ফিরিস্তি
তবুও অবহেলিত মানুষের রয়েছে দোস্তি।
অতিশয় অসুবিধায় কাটে কাল
এই তো অবহেলিত মানুষের জীবনের হাল।

ঈদ-উল- আযহা

মোঃ ইজাজ আহামেদ

অস্তমিত সূর্যের হাত ধরে সন্ধ্যা নেমেছে,
জ্বিলহজ্জের চাঁদ এক গাল হাসি নিয়ে
বসে আছে আকাশের কোলে,
আনন্দের তারারা উঁকি মারছে মুসলিমদের মনে।
নব নব সাজ আকাশে বাতাসে,
নব নব সাজ দেহ-মনে,
কেনাকাটায় ব্যস্ত শহর, ব্যস্ত গ্রাম।
কুরবানির পশু স্মরণ করায় ত্যাগ;
শুধু পশু কুরবানি নয়, কুরবানি করতে হয়
সমস্ত কুকর্মকে, রিপুকে
আর তখনই কুরবানি সার্থক হয়ে উঠে
নবী ইব্রাহিমের মতো।
ঈদের নামাজ শেষ করে
কুরবানি, কুরবানির মাংস বিতরণ গরিবদের মাঝে,
আত্মীয়দের মাঝে, দান নিঃস্বদের কাছে;
সৌভ্রাতৃত্বের, আত্মত্যাগের, উদারতার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে
সারা পৃথিবী জুড়ে।

ছড়া-ছড়ি

ঈদুল-আযহা

সারিউল ইসলাম

ঈদ অর্থ খুশি জানি,
ছোটো থেকে তাই তো শুনি
ঈদের খুশি মানায়।
রমজানের ঈদ উপহার,
কুরবানীর ঈদে ত্যাগ!
সেই কথাটি জানাই।
দুঃখ ভুলে, সবাই মিলে
পড়বো ঈদের নামাজ,
নামাজ শেষে রবের প্রতি
উৎসর্গ-মোনাজাত।
বছর শেষে ফুটবে হাঁসি
তোমার-আমার মুখে
গরীব দুস্থ গোস্ত খাবে
রান্না করে সুখে।
খুশির নামে পাগলামী
করবে যুবক ছেলে
হেলমেট ছাড়া চালাবে জোরে
একটা বাইক পেলে।
লোক দেখিয়ে কেউ আবার
সমাজে ছড়াবে ছবি
সেসব দেখে লিখছি কবিতা
আমি সারিউল কবি।

বর্ষা তুমি

সুচিত চক্রবর্তী

বর্ষা তুমি আসছো না যে
আসবে তুমি কবে?
আকাশ পাড়া কালো মেঘে
হঠাৎ হঠাৎ ওঠে জেগে
টাপুর টুপুর বৃষ্টি দিয়ে
এবার এসো তবে।
তোমরা বলো বর্ষা এলে
কেমন মজা হবে?

বর্ষা তুমি আসছো না যে
বঙ্গ নাজেহাল,
ফুটপাতের ওই মানুষগুলি
কেমন করে ওদের ভুলি?
কষ্টে তারা হাঁসফাঁস
হচ্ছে বেসামাল।
শুকনো হয়ে গেছে দেখো
নদী, পুকুর,খাল।

লাব্বাঈক আল্লাহুম্মা লাব্বাঈক

গোলাপ মাহমুদ

লাব্বাঈক আল্লাহুম্মা লাব্বাঈক
হাজিদের স্লোগানে মুখরিত,
মিনার,মুযদালিফায়, আরাফাতে
লাখো হাজীরা একত্রিত।
তওয়াফ করে কা’বার চারপাশে
দোয়া দুরুদ পাঠ করে,
মহান প্রভুর নৈকট্য লাভের আশায়
দুহাত তুলে মোনাজাত ধরে।
সাফা-মারওয়া হাজীদের স্লোগান
তৃষ্ণা জুড়ায় জমজমের পানি,
হাজারো বছরের স্মৃতি হয়ে আছে
সাফা-মারওয়া পাহাড় খানি।
শুনতে পাও হে কা’বার মালিক
গুনাগার বান্দার আর্জি,
জীবনের পাপ মাফ করে দাও
তোমার যেন হয় মর্জি।
দূরদূরান্ত থেকে এসেছি মোরা
হাজির হয়েছি তোমার ঘরে,
দু-চোখে দেখেছি স্বপ্নের কাবা
শান্তি দিয়েছ মোদের অন্তরে।

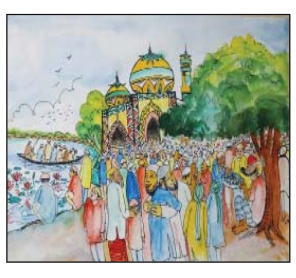

বাবা

মোঃ আশতাব হোসেন

সুখের করে দিও প্রভু
আমার বাবার কবর,
কেমন আছে সেখানেতে
পাই না কোন খবর।
যেমন করে বাবা আমায়
করছে আদর যতন,
তুমিও খোদা রেখো তাঁকে
সুখিজনদের মতন।
ভূলগুলি সব ক্ষমা করে
রহমত দাও ঢেলে,
ফুলবাগেতে থেকে যেনো
শান্তির পরশ মেলে।

মেঘ তুমি

গোপা সোম

মেঘ তুমিই যাও কোথা,
কোথা যাও ভেসে,
শোনাবে কি, কথা তোমার,
আমার কাছে এসে!
চলার পথের শুরু কোথা,
কোথায়ই যে বা শেষ,
দিবা রাত্রি, মনের সুখে
ভেসে বেড়াও বেশ।
চলতে চলতে, তোমার দেখা,
বহুজনের সনে,
পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়েই,
ধাও আপন মনে।
সাত সমুদ্র, তেরো নদী,
তেপান্তরেরই মাঠ--
দিয়েছো কি, হানা সেথা,
পেরিয়েছো মাঠ-ঘাট?

ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী দুজন,
থাকে তেপান্তরে,
দেখিবার সাধ, হয় আমারো,
কত না দিন ধরে!
যাবে নিয়ে আমায় তুমি,
রূপকথার সে দেশে?
যেখানে নীল পরীরা সব
যায় হাওয়ায় ভেসে!
আকাশ পানে, চেয়ে আমি,
বসে ভাবি একা,
মেঘের মাঝে দেখি কত,
চালচিত্র যে আঁকা।
বড় বড় মহাপুরুষ,
বিজ্ঞানীদের ছবি,
কভু বা মুখ, ভেসে ওঠে,
দেখি বিশ্বকবি।
মেঘের কোলে, চড়ে আমি
দেব দূরে পাড়ি,
পড়া-শোনা, বিধি-নিষেধ,
থাকবে না তো জারি।
এক নিমেষে হবো আমি,
মস্ত বড় কবি,
মাগো তুমি, দেখবে তখন,
মেঘে আমার ছবি।।

হাঙ্গেরিকে হারিয়ে সুইজারল্যান্ডের শুভসূচনা

আপনজন ডেস্ক: হাঙ্গেরি ১ : ৩ সুইজারল্যান্ড
প্রতিবেশী দেশ জার্মানিতে খেলা। সুইজারল্যান্ডের সমর্থকেরা গ্রানিত জাকা-ইয়ান সোমারদের অনুপ্রেরণা জোগাতে দল বেঁধে জার্মানিতে যাবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। প্রত্যাশিতভাবে কোলনের রাইনএনার্গি স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে যাওয়া ৪২ হাজার দর্শকের বেশির ভাগই ছিলেন সুইস। স্টেডিয়ামকে তাঁরা লাল সমুদ্রে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাঁদের সমর্থন পেয়েই ‘পরের মাঠে ঘরের আবহে’ উজ্জীবিত হয়ে উঠল সুইজারল্যান্ড দল। ইউরোয় নিজেদের প্রথম ম্যাচেই হাঙ্গেরির বিপক্ষে তুলে নিল ৩-১ ব্যবধানের দাপুটে জয়। ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচটিতে আজ সুইজারল্যান্ডের হয়ে গোল তিনটি করেছেন কেওয়াদয়ো দুয়াহ, মিখেল এবিশার ও ব্রেল এমবোলো। হাঙ্গেরির সান্ত্বনাসূচক গোলটি এসেছে বার্নাবাস ভারগার হেড থেকে। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ নিয়ে সুইজারল্যান্ডের কাছে টানা ৪ ম্যাচ হারল হাঙ্গেরি। সুইসদের বিপক্ষে হাঙ্গেরিয়ানদের সর্বশেষ জয়টি সেই ১৯৯৮ সালে, সেটিও প্রীতি ফুটবলে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে হাঙ্গেরির চেয়ে ৭ ধাপ এগিয়ে থাকা সুইজারল্যান্ড ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। ফল পায় ১২ মিনিটেই। মিখেল এবিশার দারুণ এক পাস থেকে বল পেয়ে জালে জড়ান কেওয়াদয়ো দুয়াহ। ঘানাইয়ান বংশোদ্ভূত এই ফরোয়ার্ডের মাত্র ১২ দিন আগেই সুইজারল্যান্ড জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেই পেলেন গোলের দেখা।
বিরতিতে যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে ব্যবধান ২-০ করেন এবিশার। দূরপাল্লার শটে বুলেট গতির শটে এবিশারের গোলটি অনেক দিন চোখে লেগে থাকার মতো।
ম্যাচের ৬৬ মিনিটে বাঁ পাশ থেকে হাঙ্গেরিয়ান অধিনায়ক ও লিভারপুল তারকা ডমিনিক সোবোসলাইয়ের দারুণ এক ক্রস থেকে মাথা ছুঁয়ে বল জালে জড়ান বার্নাবাস ভারগার। এই গোলে ব্যবধান কমানোর পর হাঙ্গেরিয়ানদের শরীরী ভাষাও বদলে যায়। বেশ কয়েকটি আক্রমণ শাণিয়ে সমতা ফেরানোর সুযোগও সৃষ্টি করে। তবে সুইজারল্যান্ডের জমাট রক্ষণ হাঙ্গেরিকে ম্যাচে ফিরতে দেয়নি। উল্টো যোগ করা সময়ে আরেক গোল খেয়ে বসে হাঙ্গেরি। ম্যাচে সমতা ফেরানোর আশায় শেষ দিকে হাঙ্গেরির বেশির ভাগ খেলোয়াড় ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেন ব্রেল এমবোলো। গোলকিপার পিওতর গুলাচিকে একা পেয়ে ফাঁকি দিতে ভুল করেননি এ এস মোনাকোর এই ফরোয়ার্ড।

এবার ভারত-কানাডা ম্যাচও পরিত্যক্ত

আপনজন ডেস্ক: ফ্লোরিডার লডারহিলে এর আগে নেপাল-শ্রীলঙ্কা ও যুক্তরাষ্ট্র-আয়ারল্যান্ডের ম্যাচ দুটি বজ্রবৃষ্টিতে পণ্ড হয়েছে। একই পরিণতি বরণ করেছে গতকালের ভারত-কানাডা ম্যাচটিও। ভেজা আউটফিল্ডের কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচটিও।
আজ লডারহিলে বৃষ্টি না হলেও আগের বৃষ্টির কারণেই সেন্ট্রাল বোয়ার্ড পার্কের মাঠের আউটফিল্ড ভেজা ছিল। নির্ধারিত সময়ে টস হয়নি, পরে আম্পায়াররা ম্যাচটি পরিত্যক্তই ঘোষণা করেন।
আর তাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টস ছাড়াই সবচেয়ে বেশি ম্যাচ

পরিত্যক্ত হওয়ার রেকর্ডে অস্ট্রেলিয়ার এমসিজির পাশে নাম লিখিয়েছে ফ্লোরিডার এ মাঠ। অবশ্য আজকের এই ম্যাচ ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার। গত পরশু আয়ারল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় ৫ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার এইটে উঠে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে টানা তিন ম্যাচ জিতে ভারতও সুপার এইট নিশ্চিত

আফগানিস্তান অবশেষে ডাকল জাজাইকে

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে মুজিব উর রেহমানের। আঙুলের পুরোনো চোটটাই কাল হয়ে দাঁড়াল! এই চোটের কারণে সর্বশেষ আইপিএলেও খেলতে পারেননি আফগানিস্তানের এই তারকা স্পিনার। উগান্ডার বিপক্ষে আফগানিস্তানের প্রথম ম্যাচে খেলেছিলেন ডানহাতি এই বোলার। কিন্তু ডান হাতের তর্জনি মচকে যাওয়ায় আফগানিস্তানের পরের দুই ম্যাচে আর মাঠে নামতে পারেননি।
আফগানিস্তান দলে মুজিবের পরিবর্তে ডাকা হয়েছে ওপেনার হজরতউল্লাহ জাজাইকে। গতকাল পাপুয়া নিউ গিনির বিপক্ষে আফগানিস্তানের জয়ের পর মুজিবের বিকল্প হিসেবে জাজাইয়ের দলে অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করে আইসিসির টেকনিক্যাল কমিটি। প্রশ্ন হচ্ছে, মুজিব তো স্পিনার, তাঁর জায়গায় একজন ওপেনার

কেন নিল আফগানিস্তান? চোটের কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ মুজিবের
চোটের কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ মুজিবেরআইসিসি
এবার বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড এবং উগান্ডার বিপক্ষে দারুণ করেছে আফগানিস্তানের ওপেনিং জুটি। দুটি ম্যাচেই এক শর বেশি রানের জুটি গড়েছেন ইব্রাহিম জাদরান ও রহমানউল্লাহ গুরবাজ। সুপার এইট নিশ্চিত করা আফগানিস্তান ব্যাটিংয়ের শক্তি বাড়াতেই দলে একজন বাড়তি ওপেনার নিয়েছে। আরও একটি ব্যাপার হলো, জাদরান ও গুরবাজ দুজনেই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ওপেনিংয়ে ডানহাতি ও বাঁহাতির সমন্বয় থাকলে প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের জন্য কাজটা আরেকটু কঠিন হয়ে ওঠে। তবে গত ফেব্রুয়ারির পর দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেননি ২৬ বছর বয়সী বাঁহাতি। তবে আগের দুটি বিশ্বকাপে খেলা জাজাইয়ের অভিজ্ঞতা আফগানিস্তানের কাজে লাগতে পারে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংসও তাঁর (১৬২*)।
আফগানিস্তানের হয়ে মুজিবের জায়গায় সর্বশেষ দুটি ম্যাচে খেলেছেন ১৯ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার নুর আহমেদ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে উইকেটশূন্য থাকলেও পাপুয়া নিউ গিনির বিপক্ষে ১৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন নুর।

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

বাংলাদেশ: হৃদয়, তানজিদ, রিশাদরাই ভরসা

আপনজন ডেস্ক: নতুন ধারার টি-টোয়েন্টি খেলার স্লোগানটা দুই বছর আগে থেকেই দিচ্ছিল বাংলাদেশ দল। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপের পর থেকেই বলা হচ্ছিল, দল সাজবে তারুণ্যে, ব্যাটিং-বোলিং হবে আক্রমণাত্মক। আর ফিল্ডিং হবে বাংলাদেশ দলের মনের জানালা। যেখানে তাকালেই দলের আবহটা স্পষ্ট হবে। তখন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক ছিলেন সাকিব আল হাসান। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল ২০২২ সালের বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে প্রথমবারের মতো দুটি জয় নিয়ে দেশে ফিরেছে। নাজমুল হোসেন সেই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। এরপর সেই নাজমুলের ব্যাটে আর সাকিবের নেতৃত্বেই ঘরের মাঠে বিশ্বকাপজয়ী দল ইংল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই করে বাংলাদেশ। গত বছরের সেই ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আগে বাংলাদেশ দল ২০ ওভারের খেলায় ৬টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলে জিতেছে চারটিতে। নিউজিল্যান্ড সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজটি ড্র হয়েছে। তবে দলটা যেহেতু বাংলাদেশ, দ্বিপক্ষীয় সিরিজের পারফরম্যান্স দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তোলা মানেই বোকামি। অন্তত বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপের ইতিহাস তা-ই বলে। বিশ্বকাপের বিমান ধরার আগে বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহেও এ কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তবে এবার কেন ব্যতিক্রমী কিছু প্রত্যাশা করা যায়, সে যুক্তিও দিয়েছেন।
হাথুরুসিংহের দাবি, দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলে বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। ম্যাচের কোন অবস্থায় কে কেমন করতে পারেন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তা দেখা হয়ে গেছে। অধিনায়ক নাজমুলেরও নিজেদের প্রস্তুতিতে অগাধ আস্থা। কিন্তু যে প্রস্তুতির কথা বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ দল সেটার বেশির ভাগটাই নিয়েছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে। বাংলাদেশ সিরিজটি ৪-১-এ জিতলেও প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ে বলেই মনের ভেতর একটা খচখচানি থেকেই যায়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবার তিন ম্যাচের সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ। এই যেমন জিম্বাবুয়ে সিরিজে টপ অর্ডার একদমই ধারাবাহিক ছিল না। ফর্মে ফেরার দারুণ এক সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি লিটন দাস ও নাজমুল। সৌম্য সরকার মাত্রই ফিরেছেন চোট থেকে। লম্বা সময় পর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফেরা সাকিব আল হাসানও রানে নেই।।
জিম্বাবুয়ে সিরিজ ধরলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হওয়া তানজিদ হাসানই বাংলাদেশের একমাত্র ইনফর্ম টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান। এরপর রানে থাকা ব্যাটসম্যান খুঁজতে গেলে তাওহিদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ ও জাকের আলীর নাম আসবে। আশার কথা, গত কয়েক বছরে যে জায়গায় উন্নতি হয়েছে, সেই লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং বাংলাদেশ দলকে একটু স্বাধীনতা নিয়ে খেলার সুযোগ করে দেবে। শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদের ব্যাট থেকে টুকটাক রান আসবে, এমন আশা করাই যায়। দেশ ছাড়ার আগে অধিনায়ক বলে গেছেন, মোটামুটি ভালো একটা স্কোর গড়তে পারলে বোলিং দিয়ে প্রতিপক্ষকে থামিয়ে রাখাই হবে বাংলাদেশের প্রধান কৌশল। লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যানদের রান এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, যা এর আগে কোনো বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলে ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব কাগুজে সম্ভাবনা মাঠের খেলায় প্রতিফলিত হবে তো?

স্কোয়াড

নাজমুল হোসেন
অধিনায়ক, টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান
সাকিব আল হাসান
অলরাউন্ডার
মাহমুদউল্লাহ
অলরাউন্ডার
তাসকিন আহমেদ
ডানহাতি পেসার
সৌম্য সরকার
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
লিটন দাস
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
মোস্তাফিজুর রহমান
বাঁহাতি পেসার
মেহেদী হাসান
অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার
শরীফুল ইসলাম
বাঁহাতি স্পিনার
তাওহিদ হৃদয়
ব্যাটসম্যান
তানজিদ হাসান
উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান
তানজিম হাসান
ডানহাতি পেসার
জাকের আলী
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
তানভীর ইসলাম
বাঁহাতি স্পিনার
রিশাদ হোসেন
লেগ স্পিনার

বড় জয়ে ইউরো শুরুর পর জার্মানিজুড়ে উচ্ছ্বাস

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলপাগল জার্মানদের জন্য গতকাল ইউরো শুরুর দিনটি ছিল নানা দোলাচলে অবিমৃশ্য অনুভূতিতে ভরা। নিজেদের মাটিতে এত বড় টুর্নামেন্টে অপেক্ষাকৃত নতুন কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান ও নতুন অধিনায়ক ইলকায় গুন্দোয়ান দলকে কত দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন?
মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় কাল জার্মানি-স্কটল্যান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হয় স্থানীয় সময় রাত ৯টায়। মাঠে বসে খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছেন ৬৬ হাজার দর্শক। যাঁরা টিকিট পাননি, তাঁদেরও আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল এই ম্যাচ। গত কয়েকটি মহাদেশীয় ও বৈশ্বিক আসরে দলের দুর্দশার স্মৃতি মাথায় থাকলেও এবার নিজেদের মাটিতে ইউরো হওয়ায় বড় কিছুর আশায় বুক বেঁধেছেন জার্মানরা। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৫-১ গোলের জয়ে ক্রুস-ভির্টৎস-মুসিয়ালাদের কাছে প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেছে। গত ৬ বছরে জার্মানি ফুটবল দল বড় টুর্নামেন্টগুলোয় (বিশ্বকাপ, ইউরো, নেশনস লিগ) ব্যর্থ হওয়ায় অনেককেই বলতে শুনেছি, জার্মান ফুটবলের ঐতিহ্য শেষ। তবে গত রাতে দাপুটে জয় দেখার পর ভক্ত-সমর্থকেরা আবারও আশান্বিত হচ্ছেন। এবারের দল নিয়ে আশাবাদী জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ভাল্টার স্টাইনমায়ারও।
কাল আলিয়াঞ্জ অ্যারেনার গ্যালারিতে বসেই উদ্বোধনী ম্যাচ দেখেছেন স্টাইনমায়ার। খেলা শেষে তিনি বলেছেন, ‘জার্মানিতে এই ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ পুরো দেশকে আনন্দে ভাসাচ্ছে। আমি মনে করি, খেলোয়াড়েরা আজ (কাল) ভালো পারফর্ম করেছে এবং আমরা কিছুটা আশা করতে পারি যে এই সাফল্য অব্যাহত থাকবে।’
জার্মানিতে সাপ্তাহিক ছুটি থাকে শনি ও রোববার। গতকাল শুক্রবার ছিল ছুটির আগের রাত। জার্মান-স্কটল্যান্ড ম্যাচ শেষ হয় রাত ১১টা বাজার কিছুক্ষণ আগে।
ফুটবলপ্রেমীরা জার্মানির সব বড় শহরেই পাবলিক ফ্যান অ্যারেনাগুলোয় গভীর রাত পর্যন্ত বিজয়োল্লাস করেন। অনেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। জার্মানির পতাকা হাতে ভেঁপু বাজিয়ে পুরো শহর ঘুরতে থাকেন।
জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে পারা যেকোনো দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। জার্মান কোচ নাগলসমান এই জয়কে তাই ‘ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ’ বলেছেন। ৫-১ গোলের জয় দলের প্রতি সবার আস্থা ফেরাতে পারবে বলে বিশ্বাস তাঁর।
ম্যাচের ২০ মিনিটের মধ্যে গোল পেয়েছেন মুসিয়ালা ও ভির্টৎস
ম্যাচের ২০ মিনিটের মধ্যে গোল পেয়েছেন মুসিয়ালা ও ভির্টৎসএক্স
জার্মান সংবাদমাধ্যমগুলো ২১ বছর বয়সী দুই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জামাল মুসিয়ালা ও ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসকে ‘সফল অভিষেকের নায়ক’ বলেছে। ইউরোয় দুজনেরই এটা ছিল প্রথম ম্যাচ। গোল পেয়েছেন দুজনই। সেটাও ম্যাচের ২০ মিনিটের মধ্যে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**